নলোপাখ্যান

নিষধদেশে রাজাবীরসেনের পুত্র নলনামে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার তুল্য রূপবান্ ও গুণবান্ আর কেহই ছিল না। তিনি অশ্ব বিদ্যায় অতিশয় বিশারদ ছিলেন।

ঐরূপ বিদর্ভ নগরে ভীমনামে ভীমপরাক্রম নরপতি ছিলেন। রাজা ভীমের সন্তান হইবার বয়স প্রায় অতীত হইল, তথাপি তাঁহার সন্তান জন্মিল না। সন্তান জন্মিল না বলিয়া রাজা ও রাজ্ঞী সর্ব্বদাই মনের দুঃখে কাল যাপন করেন। একদা দমন নামে ব্রহ্মর্ষি ভীম নৃপতির ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজা পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মুনিকে উপবেশন করাইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে পর রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; এবং যথাবিধানে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি

হইয়া অনেক স্তব বিনয় করিলেন। ঋষিরাজ স্তবে প্রীত হইয়া রাজদম্পতীকে এই বর প্রদান করিলেন, তোমাদের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিবে। এই রূপে বরদান দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া দমন ঋষি প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজার তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। দমন ঋষির বরে পুত্র ও কন্যা হইয়াছে, এই নিমিত্ত তিন পুত্রের নাম দম, দান্ত, ও দমন রাখিলেন; আর কন্যার দময়ন্তী নাম রাখিলেন। রাজকুমারেরা ক্রমে ক্রমে নানাগুণে ভূষিত ও অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। দময়ন্তী ইন্দুকলার ন্যায় দিন দিন যত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার রূপের ছটা বিদ্যুল্লতা প্রায় অঙ্গে শোভমান হইতে লাগিল। তাঁহার কোন অঙ্গে অঙ্গসৌষ্ঠবের কিঞ্চিন্মাত্র ও বৈলক্ষণ্য ছিল না। অধিক কি, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে তাঁহার সমান সর্ব্বাকারহৃদয়ঙ্গমা কামিনী আর কেহই ছিল না।

নলরাজা লোকমুখে দময়ন্তীর অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীরত্নলাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইলেন। দময়ন্তীও নলরাজার গুণ ও সৌন্দ-

র্য্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল হইলেন। পরস্পর সন্দর্শন না হইতেই উভয়ের মনে অনুরাগ সঞ্চার হইল। রাজা দময়ন্তীর কথা শুনিয়া অবধি অত্যন্ত উন্মনা হইলেন; কিরূপে কত দিনে দময়ন্তীকে পাইব, মনে মনে সর্ব্বদাই এই আন্দোলন করেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিন যামিনী কেবল দময়ন্তী চিন্তায় মগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নিরন্তর সেই আকার ধ্যান, সেই আকার জ্ঞান; দময়ন্তীই তাঁহার জপমালা হইল। পরিশেষে দেখিলেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে থাকা কঠিন হইয়া উঠিল। তখন তিনি উপবন বিহারচ্ছলে একাকী বাটীর নিকটবর্ত্তী উদ্যানে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া উপবনের শোভা করিয়াছে; কোকিলগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কুহূ কুহূ রব করিতেছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া মধুর স্বরে গুন গুন ধ্বনি করিতেছে। এই সমস্ত উদ্দীপন বিভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার ক্লেশ শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা মনের তাপ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পরিশেষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, স্বর্ণময় কতকগুলি হংস একত্র চরিতেছে।

রাজা সেই হংস ধরিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কৌশলক্রমে একটী হংস ধরিলেন।

হংস আপনাকে সঙ্কটে পতিত দেখিয়া করুণ স্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমার এই স্বর্ণময় শরীর অতিক্ষুদ্র; যৎকিঞ্চিৎ সুবর্ণলোভে আমাকে বধ করিবেন না। এ অল্প প্রমাণ স্বর্ণ লইয়া আপনার কি কোষ পূরণ হইবে? মহারাজ সমুদ্র তুল্য, এই কতিপয় নীহার বিন্দু পাত দ্বারা কতই বা তোয় বৃদ্ধি হইবে? অতএব আমাকে ছাড়িয়া দেউন; আমি আপনকার কোন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রিয় কার্য্য? হংস কহিল মহারাজ! আমরা পক্ষিজাতি; নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই এবং মধ্যে মধ্যে দময়ন্তীর ক্রীড়াবনেও চরিতে গিয়া থাকি; আমি অঙ্গীকার করিতেছি দময়ন্তীর নিকটে গিয়া মহারাজের কথা কহিব; এবং যাহাতে তিনি অন্য পুরুষকে ভজনা না করেন সেই চেষ্টা করিব।

রাজা শ্রবণমাত্র আহ্লাদিত হইয়া হংসকে ছাড়িয়া দিলেন। হংস রাজার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বিনয় বচনে কহিতে লাগিল, মহারাজ! রাজারা আমোদের নিমিত্ত পশু পক্ষীদিগের বধ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি যে

আমাকে হস্তে পাইয়াও বধ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কেবল অকৃত্রিম দয়ার কার্য্য বলিতে হইবে। যাহা হউক এক্ষণে আমি বিদর্ভ নগরে চলিলাম; ইহা বলিয়া আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হইয়া বিদর্ভ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে দময়ন্তী নলরাজার অসামান্য রূপ ও অসাধারণ গুণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি প্রাণান্তেও নল ব্যতিরেকে অন্য কাহাকে বরণ করিব না। তিনিই আমার স্বামী; তাঁহাকে না পাইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আর না জানি কত দিনে বিধি অনুকূল হইয়া আমার মনোরথ সম্পন্ন করিবেন; নল হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা দময়ন্তী কতিপয় সখী সঙ্গে ক্রীড়াকাননে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন; এমত সময়ে হংসগণ নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দময়ন্তী দেখিয়া সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখীগণ! দেখ দেখ কেমন সুন্দর হংস! কোথা হইতে আসিয়াছে; আহা! এমন হংস কখন দেখি নাই। আইস আমরা আস্তে আস্তে

গিয়া ঐ হংস ধরি। অনন্তর তাঁহারা সকলেই কৌতুকাবিষ্ট হইয়া হংস ধরিতে চলিলেন। দময়ন্তী এক হংসকে লক্ষ্য করিয়া ধরিবার নিমিত্ত আস্তে আস্তে তাহার দিকে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নিকটে গিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যেমন ধরিবেন, হংস অমনি উড়িয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া বসিল। দময়ন্তী বলিয়া উঠিলেন যা! ঐ গেল; সখীগণ! তোমরা বড় গোল করিতেছ, তাহাতেই ভয়ে পলায়ন করিল; নতুবা প্রায় ধরিয়াছিলাম। তোমরা একটু স্থির হও, আমি উহাকে ধরিতেছি। ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার মন্দ মন্দ গমন করিয়া যেমন ধরিবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি হংস পূর্ব্ববৎ উড়িয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বসিল। যা! ঐ আবার গেল; এবার ধরিয়াছিলাম বলিলেই হয়। ইহা বলিয়া পুনরায় হংস ধরিতে চলিলেন।

এইরূপে হংস তাঁহাকে লোভ দেখাইয়া ক্রমে ক্রমে উদ্যানের এক প্রান্তভাগে লইয়া গেল এবং মনুষ্য বাক্য অবলম্বন করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিল, হে রাজপুত্রি! এই অবনীমণ্ডলে যাবতীয় সুন্দরী কামিনীর মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধানরূপে গণনীয়; তোমার তুল্য রূপবতী রমণী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন রূপ তদনুরূপ গুণও তোমার আছে। বিশেষতঃ এক্ষণে

তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ ; এক্ষণে অনুরূপ পতিলাভ করিয়া সুখসম্ভোগে কাল যাপন কর, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে। এই প্রকারে দময়ন্তীর মন আর্দ্র করিয়া কহিল, হে রাজকন্যে! আমরা পক্ষিজাতি; নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। আমাদিগের কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই। অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারি। অনেক দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া আসিলাম, কোন স্থানেই তোমার যোগ্য পাত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল এক ব্যক্তি তোমার যোগ্য পাত্র আছেন। যদি তাঁহার সহিত তোমার পাণিগ্রহের অভিলাষ হয়, বল, অবিলম্বে আমি তাঁহার নিকটে গিয়া তোমার প্রার্থনা জানাইয়া আসি।

দময়ন্তী শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া কহিলেন, হে হংসরাজ! কোন্ কামিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিবাহের কথা আপন মুখে ব্যক্ত করিতে পারে? ইহা জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষা কি? তুমি কোন্ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়াছ, তাহার নামোল্লেখ কর।

তখন হংস কহিতে লাগিল রাজনন্দিনি! শ্রবণ কর। নিষধ দেশের অধিপতি রাজা নল কি রূপে কি গুণে সর্ব্বাংশে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার রূপের তুলনা

নাই, অশ্বিনীকুমারেরাও তাঁহার রূপ দেখিলে লজ্জা পান। অধিক কি বলিব, আমরা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার তুল্য রূপবান্ ব্যক্তি কখন আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। আর গুণের কথা কি কহিব, এক মুখে বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তুমি যেমন রূপবতী ও গুণবতী নল রাজাও তদনুরূপ বটেন, তিনিই তোমার যোগ্য বর; আমার অভিলাষ যে তুমি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ কর। কেননা যোগ্য সমাগম চির সুখের কারণ।

দময়ন্তী শুনিয়া আর লজ্জা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন হে হংস! তুমি আমার মনের কথা কহিয়াছ, সেই জন আমার হৃদয়চোর। যে দিবস সেই মহাত্মা আমার শ্রুতিপথারূঢ় হইয়াছেন, তদবধি আমি মানসে তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যদি তিনি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমি এ জীবন পরিত্যাগ করিব। অতএব হে হংস! তুমি আমার রহস্যবিদ বন্ধু; অন্তরের ভাব সমস্তই তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। যদি কৃপা করিয়া নল রাজার নিকটে গিয়া আমার এই প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইয়া আইস, অধিক কি কহিব, তাহা হইলে যাবজ্জীবন

আমাকে বিনা মুল্যে কিনিয়া রাখিলে। আর তুমি সুচতুর, তোমাকে শিখাইয়া কি দিব; যাহাতে কার্য্য সুসিদ্ধ হয় তাহাই করিবে। অতঃপর শীঘ্র গমন কর; শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; বিলম্বে কার্য্যহানি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হংস কহিল রাজকন্যে! এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অল্প দিনের মধ্যেই তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিয়া দিব। ধৈর্য্যাবলম্বন কর; ব্যস্ত হইলে কোন কর্ম্ম হয় না। আর বিলম্ব নাই, এই আমি চলিলাম; ইহা বলিয়া অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া নিষধদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া নলরাজার নিকটে দময়ন্তীর অভ্যর্থনা জানাইল।

এই রূপে হংসকে বিদায় করিয়া দময়ন্তী ভাবিতে লাগিলেন, হংসকে ত পাঠাইলাম; এখন আমার কপালে কি ঘটে বলিতে পারি না। রাজাদিগের অনেক পত্নী থাকে; বোধ করি নলরাজাও কামিনীগণের প্রণয় পঞ্জরে বদ্ধ আছেন। যদি আমার অভ্যর্থনাতে অনাদর করিয়া হংসকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমার কি উপায় হইবে; কিরূপে মনের অনল নির্ব্বাণ করিব; আর কেমন করিয়াই বা জীবন ধারণ করিয়া থাকিব। নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও পাণ্ডুবর্ণ

হইতে লাগিলেন; তাঁহার প্রফুল্ল বদন কমল ম্লান হইতে লাগিল। আহার বিহারে কিছুমাত্র মনের সুখ নাই; পূর্ব্বের মত সখীগণের সহিত আমোদ প্রমোদও করেন না; অনন্যমনা হইয়া ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিতে সর্ব্বদাই চিন্তায় মগ্ন থাকেন; দিবা রাত্রের মধ্যে এক বারও চক্ষে নিদ্রা নাই।

সহচরীগণ দময়ন্তীর আকার ও অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিল এবং বিদর্ভরাজের নিকটে গিয়া দময়ন্তীর অবস্থার বিষয় সবিশেষ নিবেদন করিল। রাজা ভীম সখীদিগের মুখে দময়ন্তীর অবস্থা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; অত এব আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; ত্বরায় ইহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া দেশ বিদেশে নৃপগণের নিকট দময়ন্তীর স্বয়ম্বরবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। স্বয়ম্বরের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবে শুনিয়া ভূপালগণ অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন; এবং নানাবিধ বেশ ভূষা করিয়া কেহ অশ্বারোহণে, কেহ গজারোহণে, কেহবা রথারূঢ় হইয়া দময়ন্তীলাভপ্রত্যাশায় দেশ দেশান্তর হইতে বিদর্ভ নগরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমন

কোলাহলে দশ দিক পরিপূর্ণ হইল। নৃপতিগণ তথায় উপস্থিত হইলে, বিদর্ভরাজ পরম সমাদরে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারাও সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া হৃষ্টমনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই দেবর্ষি পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র দেবরাজ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে পর, ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ঋষিরাজ! আপনারদিগের মঙ্গল ত? নারদ উত্তর করিলেন দেবরাজ! আমাদের সমস্তই কুশল। আর মর্ত্যলোকে রাজারাও সকলে কুশলে আছেন। সুররাজ নারদের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইলে, আমি যেমন এই দেবলোকের অধিপতি তাঁহারাও আসিয়া তদ্রূপ এই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়েন। কিন্তু আর যে একজন রাজাকেও এস্থানে আসিতে দেখি না ইহার কারণ কি? নারদ উত্তর করিলেন দেবরাজ! যে নিমিত্ত আপনি রাজগণকে আর এখানে আসিতে দেখেন না, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

বিদর্ভ দেশাধিপতি ভীমনৃপতির দময়ন্তী নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। পৃথিবীতে তাহার সমান রূপবতী রমণী আর কেহই নাই। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবে শুনিয়া সেই স্ত্রীরত্নলাভে লোলুপ হইয়া সকল রাজাই সেই স্থানে গমন করিয়াছেন; সুতরাং আর সংগ্রামের কথাও নাই। ইন্দ্র ও নারদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে অগ্নি বরুণ ও যম এই লোকপাল-ত্রয় ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নারদমুখে স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেবরাজ! চলুন আম-রাও স্বয়ম্বরস্থলে গমন করি। ইন্দ্র সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই দময়ন্তীপ্রত্যাশায় বিদর্ভনগরে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নলরাজা, দময়ন্তীর পাণিগ্রহণাভিলাষে নানা দিগ্‌দিগন্তর হইতে নৃপতিগণ সমাগত হইতেছেন শুনিয়া মনে মনে দময়ন্তীকে চিন্তা করিতে করিতে তদুদ্দেশে গমন করিলেন।

লোকপালগণ বিমানারোহণে আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে দেখিলেন, নলরাজা যাইতে ছেন। তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ অব-লোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও ভগ্নসংকল্প হইলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে রথস্থাপন পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া নল রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নিষধরাজ! তুমি অতি সত্যব্রত, পরমধার্ম্মিক; বিশেষতঃ পরোপকারে একান্ত তৎপর; অতএব আমাদিগের কিছু উপকার কর। আমাদিগের কোন কার্য্যে তোমাকে দূত হইতে হইবে।

নলরাজা অঙ্গীকার করিলেন, আমি অবশ্য আপনার দিগের দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিব। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? আর কাহার আমি দূত হইব? এবং যে কার্য্যে আমাকে দূত হইতে হইবে সে কার্য্যই বা কি? দেবরাজ উত্তর করিলেন, আমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, ইনি যম, আর ইনি অগ্নি, এবং ইনি বরুণ। আমরা দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎপ্রাপ্তিবাসনায় গমন করিতেছি। তুমি আমাদিগের এই সম্বাদ লইয়া দময়ন্তীর নিকটে গিয়া বল, যে, দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং যম, ইহাঁরা তোমার পাণি গ্রহণ করিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া নলরাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! আপনারা যদর্থে গমন করিতেছেন, আমিও সেই নিমিত্ত চলিয়াছি; উভয়েই এক দ্রব্যাভিলাষী; অতএব আমাকে

এবিষয়ে প্রেরণ করিবেন না। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে ব্যক্তি যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছে, সে কেমন করিয়া সেই স্ত্রীকে বলিবে তুমি অন্য পুরুষকে বরণ কর। অতএব আমা হইতে একর্ম্ম সম্পন্ন হইবার নহে। আপনারা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

দেবগণ নলরাজার অসম্মতি দেখিয়া কহিলেন, তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ আমাদিগের কার্য্য সম্পাদন করিবে; এক্ষণে যদি তুমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হও; তাহা হইলে তোমার সত্যপ্রতিপালন ও ধর্ম্মনিষ্ঠা কোথায় রহিল? সাধু লোকেরা প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। নলরাজা অগত্যা সম্মত হইয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আপনারা আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন, আমি এখনই যাইতে পারি। কিন্তু সে রাজভবন; দ্বারে দ্বারে রক্ষকগণ সতর্কতা পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে; আমি কি প্রকারে তাহাদের হস্তহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিব? ইন্দ্র কহিলেন তুমি গমন কর, অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবে। নলরাজা যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অবিলম্বে দময়ন্তীর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,

দময়ন্তী বয়স্যাগণের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া রাজার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল। কিন্তু কি করেন, দেবকার্য্য সম্পাদন করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং কথঞ্চিৎ মনের বেগ সম্বরণ করিলেন।

দময়ন্তী ও তাঁহার সখীগণ অকস্মাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব এক যুবা পুরুষকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার মনোহর রূপদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন, মরি! কিবা আশ্চর্য্যরূপ; কিবাই শরীরের কান্তি। এ ত কখন মানুষ নহে; দেবতা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবে। এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জাতে সহসা কেহ কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তী মৃদুবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনি কে? আর কিনিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আমার পিতা রাজাভীমের অতি কঠিন শাসন; কিন্তু আপনি কিরূপে সাহস করিয়া অকুতোভয়ে কন্যা ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন? বিশেষতঃ আমার এই অন্তঃপুর শত শত প্রহরীতে দিবারাত্র রক্ষা করিতেছে; অতএব প্রবেশ কালে কেহই যে আপনাকে দেখিতে পাইল না,

ইহারই বা কারণ কি? জানিতে ইচ্ছা করি। নলরাজা উত্তর করিলেন সুন্দরি! আমি নিষধদেশের অধীশ্বর; আমার নাম নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, এবং যম, ইহাঁরা আমাকে দূত করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। সেই দেবতাপ্রভাবে পুরপ্রবেশকালে আমি কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই; সুতরাং কেহ আমাকে বারণ করে নাই। দেবতারা তোমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন। তুমি তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ কর। তাঁহারা আমাকে যে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন তোমাকে বলিলাম; এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর।

দময়ন্তী শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম, তাঁহারা মাথায় থাকুন; দেবতাতে আমার প্রয়োজন নাই। যদি আপনার কোন আদেশ থাকে বলুন, আমি এখনই করিতে প্রস্তুত আছি। আমার ধন প্রাণ যা কিছু আছে সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রণয় দৃষ্টি করুন। হংসমুখে আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি নিরন্তর আমার মন দগ্ধ হইতেছে; আমি আপনার জন্যই এই রাজমণ্ডলী একত্র করিয়াছি। আমি আপনার নিতান্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী; যদি আপনি আ

কম্পা করিয়া আমাকে গ্রহণ না করেন, তাহাহইলে অনলে বা জলে প্রবেশ করিয়া অথবা গলদেশে পাশ বদ্ধ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিব।

নলরাজা দময়ন্তীর এই প্রকার আগ্রহ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজনন্দিনি! দেখ, আমি একজন সামান্য মনুষ্য; ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পদধূলির সমানও হইব না। তাঁহারা বিদ্যমান থাকিতে কি নিমিত্ত আমাতেই তোমার একান্ত অভিলাষ, বুঝিতে পারিনা। আমাকে বরমাল্য দিয়া তোমার কি সুখসমৃদ্ধি লাভ হইবে? যদি তুমি ইন্দ্রাদি লোকপাল চতুষ্টয়ের অন্যতমকে বরণ কর, তাহা হইলে মনুষ্যদুর্লভ দেবলোকে গিয়া অনন্ত সুখ-সম্ভোগে কাল যাপন করিতে পারিবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। যে অগ্নি ক্ষণ মধ্যে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিতে পারেন, বল দেখি কোন্ কামিনী তাঁহাকে বরণ করিতে বাঞ্ছা না করে? যে যমের দণ্ড-ভয়ে ভূতগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়; কোন্ সীমন্তিনীর তাঁহাকে রবমাল্য দিতে অভিলাষ না হয়? যে ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের অধীশ্বর এবং দুর্বৃত্ত দানবদলের দণ্ডকর্ত্তা, জগতে এমন রমণী কে আছে, যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করে না? আর বরুণকেই বা কে বরণ করিতে না চাহে? আর তুমিবিবেচনা করিয়া দেখ, আমি

সুরকার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছি; কিন্তু তাহা না-করিয়া তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে, সেই অপরাধে দেবগণের নিকট আমার আর নিস্তার থাকিবে না। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি আমার বাক্যরক্ষা কর; লোকপাল গণের মধ্যে যাহাকে তোমার অভিরুচি হয় বরমাল্য প্রদান কর।

দময়ন্তী রাজার এইরূপ নির্ব্বন্ধ দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিনয়বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি বারম্বার ওকথা কহিয়া কেন আমাকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিতেছেন? দেবগণকে অসংখ্য প্রণাম; আমি অকপটমনে বলিতেছি, আপনাকেই বরমাল্য প্রদান করিব। আপনিই আমার ভর্ত্তা; অন্য ব্যক্তিতে আমার অভিলাষ নাই।

রাজা বিস্তর বুঝাইলেন; কিন্তু দময়ন্তী কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি লোকপাল গণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি, যাহাতে তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্নবান হইব। যদি আমি তাহা না করিয়া কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া তোমাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে অসত্যসন্ধ ও নিতান্ত স্বার্থপর বোধ করিবেন। আর প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য আমার গুরুতর

অধর্ম্ম হইবে। অতএব যাহাতে আমি সুরগণের নিকট অপরাধী ও ধর্ম্মচ্যুত না হই, এবং তোমার ও অভিলাষ পূর্ণ হয়, এমত কোন উপায় চিন্তা কর।

দময়ন্তী বাষ্পাকুললোচনে কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, এই এক বিলক্ষণ উপায় আছে। আপনি ও ইন্দ্রাদিলোক পাল, সকলেই স্বয়ম্বরস্থানে আগমন করিবেন। তৎপরে আমি স্বয়ম্বরাবেশে সভায় যাইয়া দেবগণ সন্নিধানেই আপনাকে বরমাল্য প্রদান করিব। তাহা হইলে আপনার আর কোন দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না, এবং আমিও আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইব।

রাজা দময়ন্তীর কথা শুনিয়া লোকপালগণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা নলরাজাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন নিষধরাজ! তুমি যে গিয়াছিলে, দময়ন্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না? তিনি আমাদিগের কথা শুনিয়া কি বলিলেন? নলরাজা বিশেষ করিয়া সমস্ত বলিলেন।

দেবগণ নলরাজার প্রতি দময়ন্তীর অত্যন্ত অনুরাগ দেখিয়া হতাশ হইয়া পরস্পর এই কথা কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কি রূপে দময়ন্তীকে হস্তগত করিব? অথবা এই পরামর্শই উত্তম; এস আমরা সকলেই নলরূপ

ধারণ করিয়া স্বয়ম্বরস্থলে গমন করি, তাহা হইলে দময়ন্তী নলভ্রমে অবশ্যই আমাদের মধ্যে কাহাকে না কাহাকে বরমাল্য দিবে।

এস্থানে রাজা ভীম কন্যার শুভবিবাহের দিন স্থির করিয়া রাজমণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা সকলে ক্রমে ক্রমে স্বয়ম্বরস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। লোকপালগণও নলরূপ ধারণ করিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। যাবতীয় নৃপগণ নানাবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জীভূত হইয়া সভায় উপবেশন করিয়া দময়ন্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; এমত সময়ে দময়ন্তী স্বয়ম্বর যোগ্য মনোহর বেশভূষা করিয়া স্থিরসৌদামিনীর ন্যায় বরমাল্যহস্তে সভামণ্ডপে আগমন করিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইয়া সকলে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যাহার চক্ষু যে অঙ্গে পড়িল, তথাহইতে আর বিচলিত হইল না।

দময়ন্তী সভার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন, নলাকৃতি পাঁচব্যক্তি সভাতে উপবিষ্ট আছেন। দেখিয়া বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার কপালে এ আবার কি বিপদ ঘটিল। পাঁচজনকেই একাকৃতি দেখিতেছি ইহার বা কারণ কি? অনেক চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, আমি যে, লোকপালগণের

প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; সেই নিমিত্ত তাঁহারা কুপিত হইয়া আমাকে ছলনা করিবার জন্য নলরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক এখন কি করি? পাঁচ জনের মধ্যে যাহার দিকে দৃষ্টি পাত করি তাহাকেই নল বোধহয়। অতএব কে দেবতা আর কে নল, কিরূপে নিশ্চয় করিব? বৃদ্ধপরম্পরাতে যে সকল দেবচিহ্ন শুনিয়াছি, ইহাঁদিগের সে সমস্ত চিহ্নের কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। পরে কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করিলেন এই অতি উত্তম কল্প; দেবগণের চরণেই শরণাপন্ন হই। তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন।ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইহা স্থির করিয়া কায়মনে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আমি হংসমুখে নল রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মানসে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এবং তদবধি নলারাধন ব্রত ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে কি রূপে অন্য ব্যক্তিকে বরমাল্য দিব? আমি আপনাদিগের পাদপদ্মে শরণাগত হইলাম; আপনারা কৃপা করিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করুন, যাহাতে নলরাজাকে নিশ্চয় জানিতে পারি।

দেবগণ দময়ন্তীর এই প্রকার পরিদেবনবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মনের বিশুদ্ধি ও নলরাজাতে একান্ত অনুরাগ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া দেবচিহ্ন ধারণ করিলেন। তখন দময়ন্তী দেখিলেন ঐ পাঁচজনের মধ্যে চারি জনের শরীরে ঘর্ম্ম নাই এবং গলদেশে মালা পরাগশূন্য ও অম্লান রহিয়াছে। দেহের ছায়া নাই ও চক্ষে নিমেষ নাই ; এবং সভাতে উপবিষ্ট আছেন বটে; কিন্তু ক্ষিতিতল স্পর্শ করিয়া রহেন নাই। আর পঞ্চম ব্যক্তির শরীরে ঘর্ম্মাদি সমস্ত চিহ্নই আছে। ইত্যাদি চিহ্নগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ঐচারি জনকে দেবতা ও অপর ব্যক্তিকে নল বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর সর্ব্ব সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া নলরাজার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন।

দময়ন্তী নলরাজাকে বরমাল্য দেওয়াতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রভৃতি সকলে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। বিবাহার্থী সমাগত রাজগণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া বিষণ্নমনে অধোবদন হইয়া রহিলেন।

নলরাজা আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তুমি যে দেবগণ ও পৃথিবীস্থ রাজমণ্ডলী উপস্থিত থাকিতে অনুকম্পা করিয়া আমাকে বরমাল্য প্রদান করিলে; ইহাতে আমি কৃতার্থ

হইলাম। আমি সর্ব্বসমক্ষে সত্য করিতেছি, চির-কাল তোমাতেই একান্ত অনুরক্ত থাকিব। যত দিন দেহে জীবন থাকিবে, একক্ষণের নিমিত্তও তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। দময়ন্তী ও মনোমত পতিলাভে আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! আমার মনে বড় অভিলাষ, ছিল আপনাকে বরমাল্য দিব; এত দিনের পর বিধি আজি আমার সে মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন; আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন সফল করিলাম। পরে নল ও দময়ন্তী উভয়ে একত্র হইয়া হৃষ্টমনে মানসে লোকপাল গণের নিকট শরণাপন্ন হইলেন।

দেবগণ দময়ন্তী নিষধরাজকে পতিত্বে বরণ করাতে অতিশয় প্রীত হইয়া চারিজনে নলরাজাকে আটটী বর দিলেন। দেবরাজ বর দিলেন, নলরাজা যৎকালে যজ্ঞ করিবেন, আমি আসিয়া দর্শন দিব; আর অন্তে তাঁহার সদ্গতিলাভ হইবে। অগ্নি বর দিলেন, নলরাজা যে খানে মনে করিবেন, অগ্নির উৎপাদন করিতে পারি-বেন এবং তাঁহার অগ্নিলোক প্রাপ্তি হইবে। যম এই বর দিলেন, নলরাজা উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন ও ধর্ম্মেতে তাঁহার অচলা ভক্তি থাকিবে। বরুণ বর দিলেন, নলরাজা যে স্থানে মনে করিবেন সেই

স্থানেই জলের উৎপত্তি হইবে ; আর তাঁহার গলদেশে মালা অম্লান ও সুগন্ধি থাকিবে। লোকপালগণ এইরূপ বরপ্রদান দ্বারা রাজাকে চরিতার্থ করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। সমাগত ভূপালগণ ও হতাশ্বাস হইয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর রাজা ভীম যথা-বিধানে নলরাজাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পরে প্রচুর সম্পত্তি ও দাস দাসী সঙ্গে দিয়া মহা সমৃদ্ধি করিয়া বর কন্যা বিদায় করিলেন। নলরাজা অসুলভ নলনারত্ন লাভ করিয়া আনন্দিতমনে ভার্য্যাসহিত পরমসমা-রোহে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন,। প্রজাগণ পত্নী সহিত রাজাকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা দময়ন্তীর সহিত নানাপ্রকার সুখসম্ভোগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর দময়ন্তীর গর্ভে রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা রাখিলেন।

এদিকে ইন্দ্রাদি লোকপাল স্বয়ম্বরস্থল হইতে সুর-লোকে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন; পথি মধ্যে দেখি-লেন, দ্বাপর ও কলি আগমন করিতেছে। ইন্দ্র কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলি ! তোমরা উভয়ে কোথায় যাই-

তেছ ? কলি উত্তর করিল, আমরা দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবে শুনিয়া সেই স্ত্রীরত্ন লাভ প্রত্যাশায় গমন করিতেছি। দেবরাজ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বড় আশ্বাস করিয়া যাইতেছ। আর কেন বৃথা পরিশ্রম করিয়া যাইবে, গৃহে প্রতিগমন কর। সে সয়ম্বর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দময়ন্তী আমাদিগের সমক্ষেই নলরাজাকে বরণ করিয়াছে।

কলি শ্রবণমাত্র ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া কহিল কি! এত বড় যোগ্যতা; সে এই সমস্ত দেবগণ সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে সকলকে অবজ্ঞা করিয়া এক জন সামান্য মনুষ্যকে বরমাল্য প্রদান করিল। অতএব সেই দুর্ব্বৃত্তার সমুচিত দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

লোকপালগণ কলিকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, কলি! দময়ন্তীর কোন অপরাধ নাই; সে আমাদিগের অনুমতি লইয়া নলরাজাকে বরণ করিয়াছে। নলরাজা নানাগুণে ভূষিত ও নিরুপম রূপলাবণ্যে সুশোভিত; বলদেখি কোন্ কামিনী তাহাকে অবলোকন করিলে তাহার পত্নী হইতে অভিলাষ না করে? বিশেষতঃ তাহার তুল্য সত্যপরায়ণ, অহিংসা নিরত, দয়াবান ও ধর্ম্ম পথাবলম্বী ব্যক্তি ভূভারতে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব বিচারমূঢ় হইয়া

নিরপরাধে এতাদৃশ ব্যক্তিকে কোন অভিশাপ দিলে-শাপদাতা আপনা হইতেই বিনষ্ট ও নিরয়গামী হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এইরূপ সান্ত্বনাবাক্যে কলিকে বুঝাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ গমন করিলে পর দুরাত্মা কলি দ্বাপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দ্বাপর! দুষ্টমতি নল, সকলের আশাস্পদ কামিনীরত্ন লইয়া একাকী অকণ্টকে ভোগ করিবেক, ইহা ত প্রাণান্তেও সহ্য হইবেক না। তাহার যথোচিত শাস্তি না দিয়া আমার কোপানল নির্ব্বাণ হইবার নহে। অতএব আমি নলশরীরে বাস করিয়া তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও দময়ন্তী বিরহিত করিব। আর তোমাকে এবিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে হইবে। যৎকালে নলরাজা পাশক্রীড়া করিবে, তুমি সেই অক্ষ-মধ্যে আবিষ্ট হইয়া তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। দ্বাপরের সহিত এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া নিষধ নগরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; এবং কোন সুযোগে নলরাজার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর থাকিল। কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া উঠে না।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে, একদিবস রাজা মূত্রত্যাগ করিয়া ভ্রান্তিক্রমে পাদপ্রক্ষালন না করিয়াই

আচমনপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুষ্টাশয় কলি এই সূত্র পাইয়া নলরাজার অন্তরে প্রবেশ করিল; এবং তাঁহার ভ্রাতা পুষ্করের নিকটে গিয়া কহিল হে পুষ্কর! তুমি গিয়া নলরাজার সহিত অক্ষক্রীড়া আরম্ভ কর। অচিরাৎ তাহাকে পরাজয় করিয়া তাহার সমস্ত রাজ্য ও অতুলসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারিবে। আর আমিও এবিষয়ে তোমার অনেক সহায়তা করিব।

পুষ্কর কলি কর্ত্তৃক এইরূপ প্রলোভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নল রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাহিল, নিষধরাজ! এস আমরা উভয়ে পাশক্রীড়া করি। রাজা অতিশয় অক্ষপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং পরাঙ্মুখ না হইয়া দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়া অবধি দুষ্ট কলির আবেশে উত্তরোত্তর তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। রাজ্য সম্পত্তি স্বর্ণ রৌপ্য ও যান বাহনাদি সমস্তই ক্রমে ক্রমে ক্রীড়াতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল; তথাপি দ্যূত হইতে বিরত হন না। আত্মীয় বন্ধুবর্গ কেহই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না। রাজ্যচিন্তায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়া অনবরত কেবল পাশক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পৌরজনেরা রাজাকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার

নিমিত্ত রাজভবনে আগমন করিল। তাহারা উপস্থিত হইলে সারথি দময়ন্তীসমীপে গিয়া নিবেদন করিল, রাজমহিষি! পুরবাসীগণ বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান আছে; আপনি মহারাজকে গিয়া সম্বাদ দিন। দময়ন্তী রাজসমীপে গমন করিয়া দুঃখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পুরজনেরা আপনকার সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রিদিগের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে; একবার দর্শন দিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করুন। বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা ক্রীড়ায় এরূপ মত্ত হইয়া ছিলেন, যে, প্রেয়সীর বাক্যে কোন উত্তর করিলেন না। মন্ত্রিবর্গ ও পৌরগণ কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া বিষণ্নমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে কয়েক মাস ধরিয়া উভয়ের ক্রীড়া চলিতে লাগিল।

দময়ন্তী, রাজা ক্রীড়ামদে মত্ত হইয়া এককালে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন; আর তাঁহাকে নিবৃত্ত করাও দুঃসাধ্য দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। এবং কি রূপে রাজাকে ক্রীড়াহইতে বিরত করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া বৃহৎসেনা নাম্নী দাসীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৃহৎসেনে! তুমি অমাত্য গণের নিকটে গিয়া

রাজা আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আন; এবং যত ধন বিনষ্ট হইয়াছে, আর যাহা অবশিষ্ট আছে, সবিশেষ করিয়া তাহাদের নিকটে বল। বৃহৎ-সেনা তাহাই করিল। মন্ত্রিগণ রাজার আহ্বানে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আজি আমাদের বড় সৌভাগ্য। বুঝি রাজার সুমতি হইয়াছে, তাহাতেই আমাদিগের আহ্বান করিয়াছেন। অনন্তর তাহারা সকলে রাজভবনে উপস্থিত হইলে দময়ন্তী পুনর্ব্বার রাজসমীপে গমনকরিয়া কহিলেন মহারাজ! আপনার ভৃত্যেরা আপনাকে নির্দ্ধন ও ব্যসনাসক্ত দেখিয়া অন্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে। রাজা দ্যূতে মগ্ন হইয়া এক কালে জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন প্রিয়তমার বাক্যে আদর করিলেননা। দময়ন্তী পতির অনাদর দেখিয়া দুঃখিতমনে ম্লান-বদনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার দিন দিন যত পরাজয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার ক্রীড়ায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দ্যূতে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তন্নাস্তি হইলেন, তথাপি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না।

পরে দময়ন্তী শুনিলেন, অক্ষ কেবল অনবরত রাজার প্রতিকূল হইয়া পড়িতেছে। তখন পুনর্ব্বার বৃহৎসেনাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৃহসেনে! তুমি রাজার নাম করিয়া বার্ষ্ণেয় সারথিকে ডাকাইয়া আন। বৃহৎসেনা

দময়ন্তীর আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ লোকদ্বারা তাহাকে ডাকাইয়া আনিল। সারথি দময়ন্তীর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মৃদুবচনে কহিতে লাগিলেন, বার্ষ্ণেয়! দুঃখের কথা আর কিকহিব। রাজা পুষ্করের নিকট যত পরাজিত হইতেছেন, ততই তাঁহার ক্রীড়ায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। আরম্ভ অবধি অক্ষ কেবল পুষ্করের অনুকূল হইয়া পড়িতেছে; এক বার ও রাজার পক্ষ হইয়া পড়েনা। বিপুলরাজ্য ও অতুল সম্পত্তি যত ছিল, সে সকল আর কিছুই নাই; রাজা দ্যূতানলে সমস্তই আহুতি দিয়াছেন, আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া ছিল, আমি ও বিস্তর বলিয়াছিলাম; কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। যাহা হউক তুমি রাজার অতিপ্রিয়পাত্র; রাজা তোমাকে অতিশয় ভাল বাসেন। এক্ষণে তিনি বিষমস্থ হইয়াছেন; এসময়ে তাঁহার কিছু সাহায্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই; রাজার অতি প্রিয় যে সমস্ত অশ্ব আছে, তুমি সেই সকল অশ্ব রথে যুক্ত করিয়া আমার এই তনয় তয়নাকে লইয়া আমার পিত্রালয়ে গমন কর। পুত্র ও কন্যাকে এবং অশ্ব ও রথ আমার বন্ধুজনের নিকটে সমর্পণ করিয়া সেই

স্থানেই থাক, অথবা স্থানান্তরে যাও, যাহা ইচ্ছা হয় করিবে।

সারথি দময়ন্তীর কথা শুনিয়া অমাত্য গণের নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া অনুমতি দিলেন। অনন্তর সারথি দময়ন্তীর আদেশানুসারে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে রথে আরোহণ কারাইয়া বিদর্ভ নগরে প্রস্থান করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া অশ্ব রথ ও ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনাকে দময়ন্তীর পিতার নিকট সমর্পণ করিল। পরে বিদর্ভরাজের নিকট বিদায় হইয়া ভাবিতে লাগিল, এক্ষণে যাই কোথায়? কাহার আশ্রয় লইলে জীবিকা লাভ হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নলরাজার শোকে আকূল হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিল, হা মহারাজ! আপনি বহুকাল আমাকে আপনার স্নেহভাজন করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে বিস্তর প্রতিপালন করিয়াছেন। যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবনা। এক্ষণে আমার ভাগ্যে এই ছিল, যে, আপনি বিদ্যমান থাকিতে আমাকে অন্যের আশ্রয় লইতে হইল। এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে চলিল। নানাদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে অযোধ্যা নগরে গিয়া উপনীত হইল, এবং রাজা ঋতু-

পর্ণের সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এদিকে পুষ্কর নলরাজার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল, ওহে নিষধরাজ! তুমি ত যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া ধূলিগুঁড়ি সার হইয়াছ; পণ রাখিবার দ্রব্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে তোমার সম্পত্তির মধ্যে এক দময়ন্তীমাত্র আছে; যদি তাহাকে পণ রাখিতে সম্মত হও তবে ক্রীড়া চলিতে থাকুক, নতুবা এই অবধি ক্ষান্ত হও। পুষ্করের এইরূপ পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখে নলরাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। পরে পুষ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধভরে আর কোথায় কিছু নাপাইয়া আপন গাত্র হইতে আভরণ ও উত্তরীয় বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক পণ রাখিয়া খেলিতে বসিলেন। ক্ষণ মধ্যে পুষ্কর তাহাও জিতিয়া লইল।

অনন্তর রাজা একবস্ত্রে পরিধান করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তীও একখানি বস্ত্র মাত্র ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

এদিকে দুরাত্মা পুষ্কর নলরাজার সমস্ত সম্পত্তি লইয়াই যে ক্ষান্ত হইল এমত নহে। নগরে ঘোষণা করিয়া দিল, নগর মধ্যে যে ব্যক্তি নলরাজাকে আহার বা আশ্রয়

দিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব। রাজা ভার্য্যাসহিত ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আহারের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু পুষ্করের দণ্ডভয়ে কেহ সাহস করিয়া তাঁহাকে আহার অথবা আশ্রয় দিতে পারিলেক না। তাঁহারা জল মাত্র আহার করিয়া সেই নগরপ্রান্তে তিন দিন অবস্থান করিলেন। পরে রাজা কিছু ফল মূল পাইয়া তাহাই আহার করিয়া সে স্থান হইতে বনে প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

এইরূপে অনাহারে ও অবিশ্রান্তে কএক দিন গমন করিয়া উভয়ে ক্ষুধায় নিতান্ত ক্লান্তহইয়া পড়িলেন; আর চলিতে পারেন না। এই সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন সুবর্ণবর্ণ কতক গুলি পক্ষী একত্র চরিতেছে। দেখিয়া ভাবিলেন, এই যে পাখী গুলি চরিতেছে, ইহাদের পক্ষ স্বর্ণময় বোধ হইতেছে। অতএব এই পাখীগুলা ধরিতে পারিলে ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া আপাতত প্রাণ ধারণ করিতে পারিব; আর ইহাদের স্বর্ণময় পক্ষ বিক্রয় করিলে কিঞ্চিৎ অর্থলাভও হইতে পারিবে। কিন্তু কেমন করিয়া ধরিব? অথবা এই এক উত্তম উপায় আছে; এই পরিধানবস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া ধরি। এই বিবেচনা করিয়া পরিধানবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া যেমন ধরিবেন, অমনি

বিহঙ্গমেরা বস্ত্র সহিত অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইল। রাজা বিবসন ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। পক্ষিগণ আকাশে গিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, ওহে নিষধরাজ! তোমার ত বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই। তুমি কি কিছুই বুঝিতে পারিলে না যে, আমরা পক্ষী নহি? যে অক্ষে তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমরা সেই অক্ষ। তোমাকে নগ্ন করিবার মানসে বিহঙ্গরূপে তোমার পরিধান বস্ত্র হরণ করিতে আসিয়া ছিলাম।

তখন রাজা দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যে অক্ষ হইতে আমি রাজ্য চ্যুত হইয়াছি; আর আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া ও অন্নপাই নাই; এবং পুরবাসীরা আমাকে অনাদর করিয়াছিল; সেই সমস্ত অক্ষ বিহঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া ঐ আমার বসন লইয়া পলায়ন করিতেছে। দময়ন্তী পতিকে দিগম্বর দেখিয়া আপন বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন।

অনন্তর রাজা দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! আমি ত বিপদসাগরে পতিত হইয়াছি; কোথায় যাই কোথায় থাকি কিছুই স্থিরনাই। যেখানে দুইচক্ষু যাইবে

সেই খানেই যাইব; অদৃষ্টে আর যে কত দুঃখ আছে তাহাও বলিতে পারি না। বিশেষতঃ এক্ষণে অন্নাভাবে প্রাণ ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি রাজনন্দিনী ও রাজমহিষী; চিরকাল সুখসম্ভোগে কাল যাপন করিয়াছ। জন্মাবচ্ছিন্নে কখন দুঃখের মুখ দেখিতে হয় নাই এবং পদব্রজে কখন অন্তঃপুরের বহির্ভাগে গমন কর নাই। বিশেষতঃ তোমার এই কোমল শরীর কোন ক্রমেই ক্লেশভোগের যোগ্য নহে। কিন্তু তুমি কিরূপে অনাহারে আমার সহিত বনে বনে পর্য্যটন করিবে? অতএব তোমাকে হিতবাক্য যাহা বলি তাহাতে মনোনিবেশ কর। এই যে সকল পথ পড়িয়াছে দেখিতে পাইতেছ, ইহার মধ্যে এই পথ ঋক্ষবান পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অবন্তী দেশ দিয়া দক্ষিণাপথে গিয়াছে। কোশলাতে যাইবার এই পথ। আর এই যে পথ, এই পথ ধরিয়া গেলে বরাবর বিদর্ভ নগরে যাওয়া যাইতে পারে।

দময়ন্তী শুনিয়া সজলনয়নে ও করুণবচনে কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! তোমার কথা শুনিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর অস্পন্দ হইতেছে। তোমার রাজ্য সম্পত্তি সকল গিয়াছে; আর এই অরণ্যেতে অশেষ দুঃখভোগ করিতেছ। অধিকন্তু এক্ষণে বিবসন ও ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ; অতএব আমি কিপ্রকারে প্রাণ

ধরিয়া এমন বিপদসময়ে এই নির্জ্জন বনে তোমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইব। যখন জনশূন্য এই ঘোর অরণ্য মধ্যে ক্ষুধায় ও চিন্তায় তোমার মুখারবিন্দ ম্লান হইবে; তখন আমি শুশ্রূষা দ্বারা তোমার শ্রান্তি দূর করিব। কেননা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যার সমান দুঃখনিবারণের ঔষধ আর কিছুই নাই। অতএব তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, কৃপা করিয়া এদাসীকে পরিত্যাগ করিও না। এই কথা বলিতে বলিতেই নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল।

রাজা সান্ত্বনা বাক্যে দময়ন্তীকে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তুমি অকারণ কেন এত বিলাপ করিতেছ? আমার তোমাকে পরিত্যাগ করিবার মানস নহে। বরং আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। দময়ন্তী কহিলেন নাথ! তোমার আমাকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ নয় যথার্থবটে; কিন্তু এক্ষণে তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইয়াছে, অতএব ত্যাগ করিবার আশ্চর্য্য কি। তুমি যে বারম্বার আমাকে বিদর্ভ নগরের পথ দেখাইতেছ, তাহাতেই আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। আর যদি আমাকে আত্মীয় জনের নিকট পাঠাইবার অভিপ্রায়ে বলিয়া থাক; তবে এস উভয়েই গমন করি। তথায় উপস্থিত

হইলে আমার পিতা তোমাকে পরম সমাদরে রাখিবেন। তুমি ও পুত্র কলত্র দুহিতা লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে।

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া নলরাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার পিতার যাদৃশ রাজ্য, আমার ও সেই প্রকার রাজ্য ছিল। যদি আমি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন থাকিয়া তথায় গমন করিতাম, তাহা হইলে তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইতেন; আর তোমারও অন্তঃকরণ অতিশয় প্রফুল্ল হইত। কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া দীনহীন বেশে তথায় যাইলে, আমাকে দেখিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইবেন, আর তুমি অত্যন্ত দুঃখিত হইবে; এবং আমিও অতিশয় লজ্জা পাইব। অতএব এ অবস্থায় আমার সেস্থানে যাওয়া কোনমতেই বিধেয় নহে। ইত্যাদি প্রবোধবাক্যে প্রিয়তমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু দময়ন্তী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না।

অনন্তর উভয়ে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধায় ও পিপাসায় ক্লান্ত হইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলেন। এবং বিশ্রামার্থ নিরাসনে ক্ষিতিতলে উপবেশন করিলেন। অত্যন্ত পথশ্রান্তি প্রযুক্ত আর অধিক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিয়া উভয়েই ভূমিশ-

য্যাতে শয়ন করিলেন। দময়ন্তী একে অতি কোমলাঙ্গী, তাহাতে আবার অনাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রাগতা হইলেন।

দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে রাজা ভাবিতে লাগিলেন, আমার ত রাজ্যনাশ বনে বাস হইল, এবং স্বজনের সহিত ও বিচ্ছেদ হইয়াছে। আর অরণ্যেতে যে কত দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়াই বা কিরূপে কাননে কাননে ভ্রমণকরিয়া বেড়াইব। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? যাই কোথায় করিই বা কি? আপনিই প্রাণত্যাগ করিব, কি প্রিয়াকে পরিত্যগ করিব? প্রিয়তমা আমাতে একান্ত অনুরাগিণী; আমা বৈ আর জানেন না; আমার নিমিত্ত এই দুঃসহ ক্লেশভোগ করিতেছেন। অতএব কেমন করিয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আর আমি পরিত্যাগ করিয়া গেলেপর ইনি কি প্রকারেই বা স্বজন নিকটে যাইবেন। দুষ্ট কলি শরীরে প্রবেশ করিয়া একবারে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়াছে; কিয়ৎ ক্ষণ এই রূপ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুজনে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছি; আপনিইবা কিরূপে নগ্ন হইয়া যাইব? আর প্রিয়াকেই বা কেমন

করিয়া বিবস্ত্রা রাখিয়া যাইব? অথবা এই উত্তম পরামর্শ; এই বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ ছিন্ন করিয়া লই; কিন্তু টানাটানি করিয়া ছিঁড়িতে গেলে প্রিয়া পাছে জাগিয়া উঠেন। পরিশেষে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে দেখিলেন এক খান শাণিত খড্গ সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। সেই খড্গ লইয়া অল্পে অল্পে বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূতা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

কয়েক পদ মাত্র গমন করিয়া তথায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দময়ন্তীর দিকে অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, যে আমার প্রেয়সী, কখন সূর্য্যের মুখ দেখেন নাই; আর বায়ুও যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই; এবং উৎকৃষ্ট পল্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেনিকাতুল্য কোমল শয্যাতে শয়ন করিয়াও যাঁহার অসুখ বোধ হইত; তিনি আজি দীনহীনা অনাথার ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এনিবিড় অরণ্য; এস্থানে জন মানব কেহই নাই; সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে; অতএব কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর কাননে অর্দ্ধবস্ত্র পরিধায়িনী প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব। বিশেষতঃ প্রিয়া একান্ত পতিপরায়ণা, পতি বিনা আর কিছুই জানেন না; নিদ্রা ভঙ্গ হইলে

পর এই ঘোর অরণ্য মধ্যে যখন আমাকে দেখিতে নাপাইবেন, সেসময় তাঁহার কিরূপ হইবে। ইহা বলিতে বলিতেই রাজার দুঃখ সাগর উথলিয়া উঠিল। নয়নে অশ্রুধারা বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

কলির আবেশে পরক্ষণেই সে জ্ঞান তিরোভূত হইয়া গেল। তখন রাজা নিদ্রাগতা দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তুমি পতিব্রতা নারী; কেহ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবেক না; আর দেবতারা তোমাকে রক্ষা করিবেন, ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূর গিয়া পুনরায় সেই স্থানে প্রত্যাগত হইলেন। একবার কিয়দ্দূর যান; দয়িতার স্নেহরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসেন। দুষ্ট কলি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে, দোলাচলচিত্ত হইয়া এইরূপ বারম্বার গমনাগমন করিয়া পরিশেষে সেই নিবিড় কাননে অর্দ্ধবস্ত্র পরিধায়িনী নিদ্রাভিভূতা প্রণয়িনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা গমন করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, হৃদয়নাথ নিকটে নাই। অমনি দশ দিক শূন্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং প্রিয়তমকে উদ্দেশ করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন,

হা নাথ ; এ দুঃখিনীকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? আমি তোমা বিনা আর কিছুই জানি না ; এই সংসার মধ্যে তোমা বিনা আমার আর কেহই নাই; আমি একাল পর্য্যন্ত এক দেহের ন্যায় তোমার সহিত কাল যাপন করিয়াছি; কায় মনে তোমার সেবা করিয়াছি এবং তোমার নিমিত্ত প্রাণাধিক প্রিয়তম তনয় তনয়াকে ও পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছি; আর এই দুঃসহ দুঃখভোগকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া তোমার সঙ্গে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু তুমি কিপ্রকারে হৃদয় পাষাণবদ্ধ করিয়া চিরসঞ্চিত কলত্র স্নেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক এই ভীষণ মহারণ্য মধ্যে আমাকে নিদ্রিতা একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে। এই জনশূন্য অবান্ধব স্থানে আমি কাহার কাছে দাঁড়াইব, কে আমাকে রক্ষা করিবে ; তোমার অন্তঃকরণে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? তুমি অতি সত্য বাদী ও পরম ধার্ম্মিক; লোকপাল গণের সমীপে সত্য করিয়া যে সকল কথা কহিয়া ছিলে, এক্ষণে সেই সমস্ত একবার স্মরণ কর। যদি মনে করিলেই মৃত্যু হইত; তাহা হইলে তোমার অদর্শনে এক মুহূর্ত্তও জীবন রাখিতাম না। অথবা বুঝি তুমি পরিহাস করিয়া লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কৌতুক দেখিতেছ? এই

পর্য্যন্তই ভাল; আর অধিক পরিহাসের প্রয়োজন নাই। বিকটাকার সিংহ শার্দ্দূলাদি শ্বাপদগণ ভয়ঙ্কররূপে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; দেখিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। কোথায় আছ আসিয়া দেখা দিয়া ভয় ভঞ্জন কর। এই যেন দেখিতে পাইলাম, আবার কোথায় লুকাইলে? তুমি ত অতি নিষ্ঠুর; আমার এ প্রকার বিলাপ দেখিয়া কেমন করিয়া সুস্থমনে রহিয়াছ? আমি আমার জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত ও চিন্তা করি না। কেবল তোমার নিমিত্ত এই ভাবিতেছি; যখন তুমি ক্ষুধায় পিপাসায় একান্ত ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া সায়ং কালে বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; তথায় আমাকে দেখিতে না পাইলে তোমার মন কিরূপ হইবে? শুশ্রূষা করিয়া কে তোমার শ্রান্তি দূর করিবে? কে আর প্রিয় বাক্য দ্বারা তোমার হৃদয় শীতল করিবে? বলিতে বলিতেই শোকে বিহ্বল হইয়া ভূতলে লুঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নয়নে বাষ্পধারা বহিয়া ধরাতল আর্দ্র হইয়া উঠিল।

কিংক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিয়া পতির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একবার এ দিকে একবার ও দিকে অন্বেষণ করেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে ফিরিয়া আইসেন। একবার শোকে বিহ্বল হইয়া ভূতলে পড়িয়া রোদন

করেন; পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করেন। বারম্বার এইরূপ করিতে লাগিলেন; কোন স্থানেই প্রিয়তমের অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন কহিতে লাগিলেন, যে দুরাত্মা অভিশাপ দিয়া রাজাকে দুঃখসাগরে ফেলিয়াছে, তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক দুঃখভোগ করিতে হইবে।

অনন্তর পতিপরায়ণা দময়ন্তী পতিশোকে বিচেতন হইয়া যূথভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতির অন্বেষণ করিতে করিতে এক করাল ভুজঙ্গের সম্মুখে পতিত হইলেন। সর্প তাঁহাকে আহারের দ্রব্য বলিয়া গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। দময়ন্তী এক বিপদ হইতে আর এক বিপদে পতিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর করুণস্বরে প্রিয়তমকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা নাথ! এই আমি তোমার চিরপ্রণয়িনী ভীষণ ভুজঙ্গমের মুখে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। এসময় তুমি কোথায় রহিলে আসিয়া দেখা দাও। আমি মরি তাহাতে কোন দুঃখ নাই; তোমার বিরহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। কিন্তু মৃত্যু সময়ে তোমার সহিত দেখা হইল না; আর জীবিতাধিক পুত্র কন্যাকে একবার চক্ষে দেখিতে পাইলাম না; এই দুঃখ জন্মের মত মনে রহিয়া গেল। আমি ত এজন্মের মত তোমার নিকট বিদায়

হইলাম ; পরে যখন তুমি প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে, অনুক্ষণ আমার কথা তোমার অন্তরে উদয় হইতে থাকিবে, তখন তোমার মন কিরূপ হইবে? ইহা বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে এক ব্যাধ মৃগয়া করিতে আসিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিল; দময়ন্তীর ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া দ্রুত-গমনে তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীকে সর্পে গ্রাস করিতেছে। তৎক্ষণাৎ শাণিত শস্ত্রদ্বারা সর্পকে বিদীর্ণ করিয়া দময়ন্তীকে মুক্ত করিল। পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করাইয়া আহা-রের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিল। দময়ন্তী আহার করিলে পর ব্যাধ আশ্বাস বাক্যে তাঁহার সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে কুরঙ্গনয়নে! তুমি কাহার গৃহিণী ও কাহার নন্দিনী? আর কিনিমিত্ত একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছ? এবং কি কারণে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে? শুনিতে ইচ্ছা করি। দময়ন্তী সবিশেষ সমস্ত বলিলেন। তাঁহার মনোহর রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া লুব্ধকের মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইল; তখন সে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত দময়ন্তীকে নানাপ্রকার প্রণয়সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায়

দেখিতে লাগিল। দময়ন্তী তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। পরে সেই পামর কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার সতীত্বভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে, পতিব্রতা দময়ন্তী ক্রোধরক্তেক্ষণা হইয়া এই অভিশাপ দিলেন, যদি আমি নল ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে কখন মনে ও ভাবিয়া না থাকি; তাহা হইলে অবিলম্বে এই দুরাত্মা ব্যাধের প্রাণ বিনাশ হউক। সতীত্বের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বলিবা মাত্র লুব্ধক গতাসু হইয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

দময়ন্তী এইরূপে উভয় সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পতির অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নিরন্তর কেবল হা নাথ! কোথায় গেলে? এই বাক্য ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এক দিকে মহিষগণ যূথ-বদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। অপর দিকে নরমাংসলোলুপ শার্দ্দূল সকল বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করি-তেছে। কোন স্থানে মত্ত মাতঙ্গ কুল দল বাঁধিয়া বেগে ধাবমান হইতেছে। স্থলান্তরে ভীষণাকার বনবরাহ সকল যূথে যূথে বিশাল দংষ্ট্রা দ্বারা ভূমি বিদারণ করি-তেছে। দময়ন্তী অর্দ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই বিষম সঙ্কটস্থলে অকুতোভয়ে একাকিনী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কহিতে লাগিলেন; এই জনশূন্য অরণ্য

মধ্যে কাহাকে প্রিয়তমের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিব? কেই বা উদ্দেশ করিয়া দিবে। অনন্তর পতিশোকে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে পতির অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক ভীষণাকার ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, এই ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া প্রিয়তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। অনন্তর নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, হে ব্যাঘ্র! তুমি এই কাননের রাজা; অনেক দিন এস্থানে বাস করিতেছ। যদি নলরাজাকে দেখিয়া থাক বলিয়া দাও; নতুবা আমাকে ভক্ষণ করিয়া প্রিয়বিয়োগ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর। ব্যাঘ্র কোন উত্তর করিল না দেখিয়া সেস্থান হইতে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া ভাবিলেন এই পর্ব্বতকে প্রিয়তমের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করি। পরে গিরিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূধর! তুমি এই কাননে বহুকাল এক স্থানে রহিয়াছ; যদি এই অরণ্য মধ্যে নলরাজাকে দেখিয়া থাক, আমাকে বলিয়া দাও। পর্ব্বত যে কথা কহিতে পারে না, দময়ন্তী এক বারে সে বিবেচনা শূন্য হইয়াছেন। ক্ষিতিধরের কোন প্রতিবাক্য না পাইয়া কহিলেন, হে অচলরাজ! আমি

কাতরতা পূর্ব্বক তোমাকে পতির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছি; কিন্তু তুমি আমার বাক্যে কোন উত্তর দিলে না। পরে কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে দময়ন্তী পতিশোকে উন্মত্তার ন্যায় চেতনাচেতন জ্ঞান শূন্য হইয়া নদী পর্ব্বত তরু প্রভৃতিকে প্রিয়তমের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,। পরে তথা হইতে স্বামীর অন্বেষণ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। অবিশ্রামে তিন দিন অহোরাত্র গমন করিয়া পরিশেষে এক তপোবনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তেজঃপুঞ্জ কলেবর কতিপয় মুনি আশ্রমে রহিয়াছেন। দেখিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঋষিগণ দময়ন্তীকে অতিথি সামান্যে অভ্যর্থনা করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। তিনি উপবেশন করিলে পর স্বাগতপ্রশ্নান্তে তাপসেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আপনার অলৌকিক রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। আপনাকে মানুষী বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতএব সত্য করিয়া বলুন, আপনি কি এই অরণ্যের কিম্বা এই পর্ব্বতের অথবা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? আর আপনার এস্থানে আগমনের প্রয়োজন বা কি।

দময়ন্তী বিগলিতজলধারাকুলনয়নে করুণবচনে কহিতে লাগিলেন, হে তাপসগণ! আমি মানুষী; নদীর বা পর্ব্বতের কিম্বা কাননের অধিদেবতা নহি। যদি আপনাদিগের শুনিবার ইচ্ছা থাকে, আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি বিদর্ভ দেশাধিপতি রাজা ভীমের দুহিতা; আর নিষধ দেশের অধীশ্বর নলরাজার সহধর্ম্মিণী। আমার স্বামী কোন দুষ্ট লোকের সহিত পাশক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যথাসর্ব্বস্ব ক্ষয় করিলেন। পরে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিলেন। আমিও তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়া আসিয়াছিলাম। একদা তিনি আমাকে নিদ্রাভিভূতা ফেলিয়া কোথায় গিয়াছেন কিছুই জানিতে পারি নাই। তদবধি নানা স্থানে অন্বেষণ করিতেছি, কোন স্থানেই প্রিয়তমের উদ্দেশ পাইলাম না। এক্ষণে তাঁহার কি হইয়াছে তাহাও বলিতে পারিনা। অতএব আর আমার চিরদুঃখ ভাজন এ জীবন ধারণ করিয়া ফল কি? এখনই কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অসহ্য পতিবিয়োগ যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইব।

তপোধনেরা ভীমনন্দিনীর এই প্রকার বিলাপ দেখিয়া করুণার্দ্র হইয়া প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, বৎসে! আর শোক করিও না; আমরা

তপোবলে জানিতে পারিতেছি, অল্পকাল মধ্যেই তুমি ভর্ত্তৃসন্দর্শন পাইবে। এইরূপে দময়ন্তীকে আশ্বাস দিয়া তাপসগণ অন্তর্হিত হইলেন; এবং সে আশ্রমও তিরোভূত হইয়া গেল।

দময়ন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, একি আশ্চর্য্য! সে তাপসগণ কোথায় গেলেন, এবং সে আশ্রম কোথায় গেল। আর এস্থানে যে নদী ছিল, দেখিতে দখিতে সে নদীই বা কোথায় গেল। আমি কি স্বপ্নই দেখিলাম; কিম্বা কেহ মায়াতে এই সমস্ত করিয়াছিল।

অনন্তর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পতির অন্বেষণ করিতে করিতে চলিলেন। অনেক দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক সার্থবাহ যানারোহণে অনুযাত্রিকগণ সঙ্গে দ্রব্যজাত লইয়া নদী পার হইতেছে। দেখিয়া অবিলম্বে তাহাদিগের সমীপে গমন করিলেন। দময়ন্তী পতিশোকে উন্মত্তার ন্যায় হইয়াছেন। শরীর ক্ষীণ ও বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। অনবরত ধূলি লাগিয়া কেশ সকল রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে আবার অতিশয় মলিন ও জীর্ণ এক খণ্ডবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহার এইরূপ বেশ দেখিয়া সার্থবাহগণের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ নানা প্রকার

চিন্তা করিতে লাগিল; কেহ বা হাস্য করিয়া উঠিল; কাহার বা হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব হইল।

অনন্তর তাহারা দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! তুমি কে? তোমাকে দেখিয়া আমরা অতিশয় ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। সত্য করিয়া বল; তুমি কি দেবতা, বা যক্ষী, অথবা রাক্ষসী, কিম্বা মানুষী? আর এই বিপিন মধ্যে কাহার অন্বেষণ করিতেছ? দময়ন্তী উত্তর করিলেন, হে সার্থবাহগণ! আমি মানুষী; দেবতা যক্ষী বা নিশাচরী কিছুই নহি। পতির অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। যদি তোমরা আমার প্রিয়তমকে দেখিয়া থাক, কৃপা করিয়া বলিয়া দাও।

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, আমি এই সমস্ত দ্রব্যের স্বামী; আমার নাম শুচি। অনুচরগণ সঙ্গে লইয়া বরাবর আসিতেছি, কই, এ অটবীতে সিংহ মাতঙ্গ শার্দ্দূলাদি জন্তু ভিন্ন কোন মনুষ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি। দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এ সমস্ত দ্রব্য লইয়া কোথায় যাইবে? সার্থবাহ উত্তর করিল, চেদিরাজ সুবাহুর এ সকল দ্রব্য; সত্বর গিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।

অনন্তর তাহারা সকলে নদী পার হইয়া চলিল। দময়ন্তীও তাহাদিগের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। তাহারা অবিশ্রান্তে গমন করিয়া দিবাবসানে অরণ্যমধ্যে এক সুরম্য সরোবর তীরে উপনীত হইল। দেখিল, সরোবরের জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল; আর জলের চতুঃপ্রান্তে কমল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের শোভা করিয়াছে। এবং তাহার চারি তীরে নানা প্রকার তরু সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, বাহন সকল অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিতে লাগিল, এ নিবিড় অরণ্য; আর ইহার নিকটেও গ্রাম নাই যে, তথায় যাইব; বিশেষতঃ রাত্রিকাল; অতএব অদ্য এই স্থানেই থাকা কর্ত্তব্য। অনন্তর তরুস্কন্ধে হস্তী, অশ্ব বন্ধন করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করিল।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে সকল লোক নিস্তব্ধ হইয়া নিদ্রা-যাইতেছে, এমত সময়ে এক দল বনহস্তী, গিরিনদীতে জল পান করিবার নিমিত্ত সেই সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গ্রাম্য কুঞ্জর দেখিয়া আক্রমণ করিবার জন্য ক্রোধভরে তাহাদিগের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। গ্রাম্য গজেরা বন্য মাতঙ্গ দেখিয়া

যে যেদিকে পাইল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। লোক সকল পথ রোধ করিয়া শয়ন করিয়া ছিল; কেহ কেহ পলায়মান হস্তীর পদতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। আর বন্য কুঞ্জরেরা মদমত্ত হইয়া বৃংহিত ধ্বনি পূর্ব্বক কাহাকে শুণ্ডাঘাতে, কাহাকে পদতলে, কাহাকে বা দন্তাঘাত করিয়া হত ও আহত করিতে লাগিল। এবং দ্রব্য সামগ্রী সকল এককালে নণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল। অনবরত কেবল সর্ব্বনাশ হলো রে, গেলাম রে, মলাম রে, ইত্যাদি ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতে লাগিল।

মত্ত মাতঙ্গ গণের চীৎকার ধ্বনিতে ও আহত ব্যক্তি-দিগের হাহাকার শব্দে সমস্ত লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহারা সেই ঘোর রজনীতে অরণ্য মধ্যে অকস্মাৎ তুমুল কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ভীত ও ব্যস্ত সমস্ত হইল। অন্ধকার রাত্রিতে সেই নিবিড় কাননে কে কোথায় গেল, কে কোথায় রহিল, কিছুই নির্ণয় হইল না।

দময়ন্তী লোকদিগের কলরবে সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। এবং সেই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে এক পার্শ্বে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সার্থ-বাহদিগের মধ্যে অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল; তাহারা সকলে একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, কি কারণে আমরা এ দুর্ব্বিপাকে পড়িলাম; ধন প্রাণ

সমস্তই গেল। বোধ করি, মণিভদ্রের এবং যক্ষ রাজ বৈশ্রবণের পূজা করা হয় নাই, তাহাতে তাঁহারাই কুপিত হইয়া এ বিপদ ঘটাইলেন; অথবা কোন গ্রহ বিগুণ হইয়া আমাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলেন্। এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিল ভাই সকল! অন্য কোন কারণে আমাদিগের এ অনর্থ ঘটে নাই। বিকটবেশা যে একরমণী আমাদের সঙ্গে আসিয়া ছিল, সে রাক্ষসী, কি পিশাচী, তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। সেই পাপীয়সীই, আমাদিগের এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

দময়ন্তী শুনিয়া ভীতা ও লজ্জিতা হইয়া সেস্থান হইতে অপসৃতা হইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরালে রহিলেন; এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতা! আর আমাকে কত যন্ত্রণা দিবে? এত দুঃখ দিয়াও কি তোমার আশানিবৃত্তি হয় নাই? অথবা তোমার কি দোষ দিব। সকলই আমার ভাগ্যের দোষ। না জানি জন্মজন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই অপারদুঃখ সাগরে ভাসিতেছি। স্বামীর রাজ্যনাশ, বনে বাস হইল। এবং প্রাণাধিক পতি ও তনয় তনয়ার সহিত বিচ্ছেদ

হইয়াছে।আর আমি দীনহীনা অনাথার ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। বিস্তর ক্লেশ পাইয়া যদি বা ভাগ্যক্রমে লোকের আশ্রয় পাইয়াছিলাম, আমার কপাল দোষে তাহারাও বিনষ্ট হইল। কেবল আমার মৃত্যু নাই; আমি অভাগিনী চিরজীবিনী হইয়া যাবজ্জীবন অনন্ত দুঃখ ভোগ করিব। নতু বা হস্তিযূথ আসিয়া অনেকের প্রাণসংহার করিল; কিন্তু আমাকে বধ করিলেক না কেন? অতএব আমার কপালে যে কত দুঃখ আছে তাহা বলিতে পারি না। যাহাহউক আমাকে উহাদিগের সঙ্গেই যাইতে হইবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া কথঞ্চিৎ সে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে হতাবশিষ্ট লোকেরা, কাহার পিতা, কাহার বা ভ্রাতা, কাহার পুত্র, কাহার বা বন্ধু, নিহত হইয়াছে, দেখিয়া শোকাকুল হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সার্থবাহগণ অবশিষ্ট দ্রব্য লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। দময়ন্তীও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাহারা সকলে সমস্ত দিবা গমন করিয়া সায়ংকালে চেদিরাজের রাজধানীতে উপনীত হইল।

দময়ন্তী পতিশোকে অতিশয় কৃশ হইয়াছেন; অঙ্গমার্জ্জনাভাবে শরীর মলিন হইয়াছে; কেশ সকল

আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। শরীর অনাবৃত রহিয়াছে। নগরের সমস্ত বালক তাঁহাকে উন্মত্তা জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দময়ন্তী ক্রমে ক্রমে রাজসদনের সমীপে উপস্থিত হইলে রাজমাতা প্রাসাদের উপরি-ভাগ হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিজ কিঙ্ক-রীকে কহিলেন, দেখ দেখ! ঐ যে রমণী উন্মত্তার ন্যায় জনসমূহে বেষ্টিতা হইয়া আসিতেছে; বোধ হয় শরণার্থিনী হইয়া আসিয়া থাকিবে। আহা! এমন রূপবতী ত কখন দেখি নাই; দ্বারে আসিবামাত্র যেন রাজভবন আলোকময় করিয়াছে। দুর্ব্বিনীত লোকেরা উহাকে বড় ক্লেশ দিতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র যাইয়া উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। আজ্ঞামাত্র দাসী দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং উৎপাতকারীদিগের নিবারণ পূর্ব্বক দময়ন্তীকে লইয়া রাজমাতার সমীপে উপস্থিত করিল।

রাজমাতা দময়ন্তীকে রুক্ষকেশা ও মলিনবেশা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা! তুমি কে? তোমাকে অতি দুঃখিতার ন্যায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার মনো-হর রূপ দর্শন করিয়া তোমাকে সামান্য নারী বলিয়া

বোধ হইতেছে না। বল, কি নিমিত্ত অৰ্দ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া অনাথার মত একাকিনী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ।

দময়ন্তী বিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন, মা! আমি সৈরিন্ধ্রী; অতি সৎকুলোদ্ভবা। আমার স্বামী দুর্দ্দৈব বশতঃ দুষ্ট পাশক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই দ্যূতে যথাসর্ব্বস্ব হারেন। এবং এক বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া বনে প্রস্থান করেন। আমিও তাঁহার অনুগামিনী হইয়া আসিয়াছিলাম। এক দিবস বনমধ্যে কোন কারণে তাঁহার সে বস্ত্রখানিও গেল। আমি প্রিয়-তমকে নগ্ন দেখিয়া আপন বস্ত্রের অর্দ্ধেক তাঁহাকে পরাইয়া দিলাম। অনন্তর আমরা উভয়ে এক বস্ত্র পরি-ধান করিয়া অনবরত কেবল কাননে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই রূপে অনাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা আমরা দুজনে ক্ষুধায় পিপাসায় অতিশয় ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ এক স্থানে গিয়া উপ-বেশন করিলাম। অত্যন্ত পথশ্রান্তি প্রযুক্ত কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কাল স্বরূপ নিদ্রা উপস্থিত হইল। আমি ত স্বপ্নেও জানিতাম না যে, হৃদয়নাথ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন; আমি নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে লাগি-লাম। আমি নিদ্রাগতা হইলে পর তিনি বস্ত্রার্দ্ধ ছেদন করিয়া বনমধ্যে আমাকে একাকিনী ফেলিয়া কোথায়

গেলেন কিছুই জানিতে পারি নাই। পরে জাগিয়া দেখিলাম প্রিয়তম নিকটে নাই। তদবধি নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়াছি কোন খানেই প্রিয়তমের উদ্দেশ পাই নাই। এবং তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এ খানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বলিতে বলিতেই শোকে অধীর হইলেন। নয়ন যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল।

রাজমাতা দময়ন্তীর বিলাপ শুনিয়া করুণার্দ্র হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বাছা! আর রোদন করিও না; তুমি সচ্ছন্দে আমার গৃহে অবস্থিতি কর। চিন্তা কি, এই খানেই তোমার স্বামীকে পাইবে। আমি ত্বরায় তোমার পতির অন্বেষণের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিতেছি। তাহারা অন্বেষণ করিয়া আনিবে। অথবা তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও হইতে পারেন। দময়ন্তী কহিলেন, মা! আপনকার আবাসে থাকিবার কোন আটক নাই; কিন্তু আমার এক ব্রত আছে। কাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব না। আর কাহারও পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিব না; আর অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিব না। যদি কোন ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যাচার করে, আপনি তাহার যথোচিত দণ্ড করিবেন। যদি আপনি আমার এই ব্রত

রক্ষা করিতে সম্মত হন, আর আমার সমক্ষে পতির অন্বেষণের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনকার আলয়ে বাস করিতে পারি। নতুবা পথে পথে ভ্রমণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

রাজমাতা দময়ন্তীর কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার ব্রত শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এবং অঙ্গীকার করিতেছি, যাহাতে তোমার ব্রত ভঙ্গ না হয় তাহাই করিব। তুমি আমার গৃহে অবস্থিতি কর। অনন্তর নিজ দুহিতা সুনন্দাকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎসে; এই সৈরিন্ধ্রী সামান্য নারী নহেন, ইনি তোমার সমবয়স্কা। অতএব অদ্যাবধি তোমার সহচরী হইলেন, সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিবেন; তুমি প্রিয়সখীর ন্যায় ইঁহার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিবে। সুনন্দা দময়ন্তীকে লইয়া হৃষ্টমনে সখীগণ সঙ্গে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দময়ন্তী সুনন্দার সহচরী হইয়া চেদিরাজ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে নলরাজা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন অরণ্য মধ্যে এক প্রচণ্ড দাবানল উত্থিত হইয়াছে। পরক্ষণেই, হে পুণ্যশ্লোক

মহারাজ নল! শীঘ্র আসিয়া রক্ষা কর; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি শ্রবণমাত্র ভয় নাই ভয় নাই বলিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অগ্নিমধ্যে একসর্প কুণ্ডলাকার হইয়া দগ্ধ হইতেছে।

নাগ, রাজাকে দেখিয়া বিনয় বচনে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমি কর্কোটক নামে ভুজঙ্গ। একদা আমি মহর্ষি নারদের নিকট কোন অপরাধ করাতে তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া আমাকে এই অভিশাপ দেন, তুই যেমন দুরাচার, তেমনি অচল হইয়া এই স্থানে পড়িয়া থাক্। পরে আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতে তিনি বিগতকোপ হইয়া কহিলেন, যদি কখন নলরাজা আসিয়া তোকে এখান হইতে স্থানান্তর করেন, তাহা হইলে তোর শাপ মোচন হইবে। ইহা বলিয়া ঋষিবর চলিয়া গেলেন। তদবধি আমি সেই শাপগ্রস্ত হইয়া অচল হইয়া এই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছি। এক পদও চলিতে পারি না। এত দিনের পর যদি অদ্য আমার সৌভাগ্য ক্রমে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; কৃপা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি আমার পরম বন্ধু; আপনা হইতে আমি পরিত্রাণ পাইব।

আমি অধিক ভারী নহি; বহন করিতে আপনকার ক্লেশ বোধ হইবে না। অতএব বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাউন। ইহা বলিয়া সে অল্প প্রমাণ হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন।

সর্প শাপ ও অগ্নি উভয় বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি শাপানল ও দাবানল উভয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিয়া আমাকে জীবন দান করিলেন। আমি কস্মিন্ কালেও আপনকার এ উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারিব এমত সম্ভাবনা নাই। তথাপি আপনকার যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতেছি। আপনি গণিয়া কয়েক পদ গমন করুন। নলরাজা গণিয়া পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন; যেমন দশম পদক্ষেপ করিয়াছেন, সর্প অমনি তাঁহাকে দংশন করিল। দংশন করিবামাত্র দেখিতে দেখিতে রাজার সে রূপ লাবণ্য এক কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজা আপনাকে সহসা বিকৃতাকার দেখিয়া বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন।

নাগ রাজার বিমর্ষভাব দেখিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি বিরূপ হইলেন বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। আমি যে দংশন করিয়া আপনার রূপ তিরোহিত করি-

লাম, ইহার তাৎপর্য্য এই ; কেহ আপনাকে চিনিতে পারিবেক না। আর যে দুরাত্মা আপনকার শরীরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে এই দুঃসহ ক্লেশ দিতেছে, সে যত দিন পর্য্যন্ত আপনাকে ত্যাগ না করিবে ; তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে আমার এই বিষম বিষের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। আপনি বিষজ্বালার নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। দেহে বিষপ্রবেশ জন্য আপনকার কোন অসুখ বোধ হইবে না। এক্ষণে আমি যাহা বলি তাহাই করুন। আপনি এস্থান হইতে অযোধ্যা নগরীর অধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলুন, মহারাজ ! আমার নাম বাহুক ; আমি আপনকার সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অভিলাষ করি। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার প্রার্থনায় সম্মত হইবেন। বিশেষতঃ ঋতুপর্ণ নৃপতি অক্ষবিদ্যায় সুপণ্ডিত ; আর আপনারও অশ্ববিদ্যায় সবিশেষ নৈপুণ্য আছে। আপনি অশ্ববিদ্যা তাঁহাকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অক্ষবিদ্যা লইতে পারিবেন। অক্ষবিদ্যা লইবামাত্র আপনি প্রকৃতিস্থ হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই হারিত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, এবং স্ত্রী পুত্র কন্যার সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। আর যখন আপনার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ হইবে, তখন এই বস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব শরীর আচ্ছা-

দিত করিয়া আমাকে স্মরণ করিলেই নিজ রূপ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা বলিয়া অতি সুন্দর বস্ত্র যুগল প্রদান করিল। নাগ এই রূপে রাজাকে উপদেশ দিয়া অন্তর্ধান করিল।

কর্কোটক অন্তর্হিত হইলে পর রাজা তথাহইতে অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন। ক্রমাগত দশ দিন গমন করিয়া পরিশেষে অযোধ্যা নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে রাজা ঋতুপর্ণের নিকটে গিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমার নাম বাহুক; আমি অশ্ব চালনায় অতিশয় নিপুণ। আর আমার এই এক বিশেষ গুণ আছে, অন্য অপেক্ষা আমি উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে বিলক্ষণ পটু। এবং যত প্রকার শিল্প কর্ম্ম আছে সে সকল উত্তম রূপ জানি। অধিকন্তু আপনার অর্থের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাতে আমি সৎপরামর্শ দিতে পারিব। ফলতঃ যে সকল বলিলাম, এ সমস্তই আমি উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আপনি আমার ভরণ পোষণ করুন।

রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বাহুক! আমি যানে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন করিতে অতিশয় ভাল বাসি। অতএব তোমাকে আমার অশ্বাধ্যক্ষ

পদে নিযুক্ত করিলাম, এবং তোমার বেতন এক-শত টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। তুমি আমার অশ্বগণকে এরূপে শিক্ষা করাও যাহাতে তাহারা অল্পদিনের মধ্যে দ্রুত গমনে পটু হইয়া উঠে। আর বার্ষ্ণেয় ও জীবল ইহারা দুজনে তোমার অনুগত থাকিবে, তুমি তাহাদের সহিত সম্প্রীতি পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। অতএব আমার আশ্রয়ে অবস্থিতি কর। এইকথা বলিয়া রাজা তাহাঁকে অশ্বাধ্যক্ষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে নলরাজা প্রচ্ছন্নবেশে বার্ষ্ণেয় ও জীবলের সহিত একত্র হইয়া ঋতুপর্ণভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তখন দময়ন্তীর কথা মনে পড়াতে শোকানল প্রবল হইয়া নিরন্তর তাঁহার মন দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন সমস্ত দিবা প্রভুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সময় যাপন করিতেন, আর সায়ংকাল হইলে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া দময়ন্তী চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

একদিবস রাজা দময়ন্তীর শোকে অধীর হইয়া প্রিযতমাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হা প্রিয়ে! তুমি কোথায় রহিলে; সেই ঘোর অরণ্য মধ্যে তোমার কি দশা ঘটিয়াছে, না

জানি আমার নিমিত্ত অনাহারে বনে বনে কত ভ্রমণ করিতেছ। কত রোদন করিতেছ। নানা প্রকার হিংস্র জন্তু দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আমাকে কতই ডাকিতেছ। অৰ্দ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া অনাথার ন্যায় শরণার্থিনী হইয়া বেড়াইতেছ। তুমি সেই নিবিড় কাননে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইলে আর কাহার মুখ চাহিয়া ক্লেশ দূর করিবে। তোমার ভাগ্যে যে এত যন্ত্রণা ছিল ইহা স্বপ্নের অগোচর। আমি অতি নৃশংসহৃদয়; আমা হইতেই তুমি এই অপার দুঃখ সাগরে পড়িয়াছ। তুমি অতি সরলহৃদয়া; চন্দন ভ্রমে যে বিষ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিলে জানিতে পার নাই। আমি যে একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া অরণ্য মধ্যে তোমাকে নিদ্রাভিভূতা একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে তাহাই মনে পড়িয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! আর কি তোমার সেই মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারিব। আর কি সেই মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে পারিব। এজন্মের মত তোমার সহিত সুখসম্ভোগের উদ্যাপন হইল। অতএব আমার বিরহতাপিত এ জীবন রাখিবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে ও পুত্রকন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া কি

সুখেই বা জীবন ধারণ করিয়া থাকিব। ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

একদা জীবল, বাহুকনামা নলরাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল ওহে বাহুক! আমি কএক দিন দেখিতেছি, তুমি সায়ংকাল হইলে নির্জ্জনে বসিয়া এক রমণীর নিমিত্ত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাক। জিজ্ঞাসা করি, সে সীমন্তিনী কে? বাহুক উত্তর করিল ভাই! সে এক নিতান্ত হতভাগ্যের পত্নী; স্বামীর অতিশয় প্রণয়িনী ছিল এবং অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া বনে আসিয়াছিল। তাহার পতি বিবেচনারহিত হইয়া নিরপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তদবধি সেই পামর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কোথাও জীবিকা প্রাপ্ত না হইয়া শেষ এক অযোগ্যকর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উদর পূরণ করিতেছে। আর সেই বালা, একে ত অসহায়া, তাহাতে আবার পথ জানে না। শ্বাপদসঙ্কুল সেই ভয়ঙ্কর কাননে অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে কি না তাহার নিশ্চয় নাই। হয় ত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিম্বা কোন হিংস্র জন্তুর মুখে পড়িয়া জীবন হারাইয়াছে। ইহা বলিতে বলিতে নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জীবল

বাহুকের ভাব দেখিয়া কিছুই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। এইরূপে নলরাজা দময়ন্তীর শোকে ব্যাকুলিত-হৃদয় হইয়া ঋতুপর্ণ সদনে অজ্ঞাত বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে নলরাজা বনে গমন করিলে পর অল্প দিনের মধ্যে দেশে দেশে জনরব হইল, নলরাজা রাজ্য-চ্যুত হইয়া ভার্য্যা সহিত বনে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা ভীম এই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কতি-পয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি তোমা-দিগকে যথেষ্ট অর্থ দিতেছি; এই অর্থ লইয়া তোমরা ত্বরায় আমার কন্যা ও জামাতার অন্বেষণ করিতে যাও। তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাদের দুজনকে আনয়ন করিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিব। আর যদি তোমরা তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে না পার, তাঁহারা কোথায় আছেন এ সমাচার আনিতে পারিলেও তোমাদিগকে পারিতোষিক দিব। ইহা বলিয়া অর্থ দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণেরা অর্থ লাভে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র নল ও দময়ন্তীর অন্বেষণার্থ নানা দিকে গমন করিলেন। তাহারা নানা স্থানে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করিতেলাগিলেন কোন খানেই উদ্দেশ পাইলেন না।

অনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ

নানা দেশ অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে চেদি নগরীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে একদিবস দেখিলেন, দময়ন্তী রাজভবনে নৃপতির কোন মঙ্গল কার্য্যে অবলাগণের সহিত স্ত্রীজন কর্ত্তব্য মাঙ্গলিক ব্যবহার সম্পাদন করিতেছেন। শরীরে আর সে কান্তি নাই। পতি বিরহে দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছে, এবং মুখপঙ্কজ সর্ব্বদাই ম্লান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ দময়ন্তীকে সহসা চিনিতে পারিলেন না, অভিনিবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অবলোকন করিয়া শেষ চিনিতে পারিলেন। অনন্তর সুদেব দময়ন্তীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বিদর্ভ রাজনন্দিনি! আমাকে চিনিতে পার? আমি তোমার ভ্রাতার প্রিয় সখা সুদেব নামক ব্রাহ্মণ। তোমার পিতার আজ্ঞা ক্রমে তোমাদিগের অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। অনেক পর্য্যটন করিয়া অদ্য তোমাকে দেখিতে পাইয়া আমার সে শ্রম সফল হইল। আরো অনেক ব্রাহ্মণ নানা দিগ্‌দিগন্তরে অন্বেষণ করিতেছেন। তোমার জনক, জননী, ভ্রাতৃ, বন্ধু প্রভৃতি স্বজনবর্গ সকলেই তোমার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত আছেন। দময়ন্তী ভ্রাতৃসখা সুদেবকে চিনিতে পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বাষ্প সম্বরণ করিয়া আত্মীয়গণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদেব কহিলেন,

রাজনন্দিনি! তুমি চিন্তিত হইও না। তোমার জনক জননী ও ভ্রাতৃগণ সকলে ভাল আছেন, এবং তোমর তনয় তনয়াও কুশলে আছেন।

দময়ন্তী ও সুদেবের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমতসময়ে সুনন্দা দেখিলেন, সৈরিন্ধ্রী নির্জ্জনে এক অপরিচিত ব্রাহ্মণের সমীপে রোদন করিতেছে, এবং কি বলিতেছে। দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জননীর নিকটে গিয়া কহিল, দেখ মা! সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণের সহিত নির্জ্জনে কত কি বলিতেছে এবং রোদন করিতেছে। যদি দেখিতে চাও তবে এসো।

রাজমাতা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া যেস্থানে দময়ন্তীর এবং সুদেবের কথোপকথন হইতেছিল সেই খানে উপস্থিত হইলেন, এবং সুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! এই কামিনী যখন আপনাকে দেখিয়া রোদন করিতেছে তখন আপনি ইহার আত্মীয় ব্যক্তি হইবেন; আর ইহার বিষয় সবিশেষ সমস্ত জানেন; সন্দেহ নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কাহার কন্যা ও কাহার ভার্য্যা? কিরূপে পতি ও স্বজন বর্গের নিকট হইতে হারা হইয়াছেন? আর কি নিমিত্ত ইহার এ দশা ঘটিয়াছে? যথার্থ করিয়া বলুন। সুদেব কহিলেন, ইনি বিদর্ভ নগরীর অধিপতি রাজা ভীমের

কন্যা, আর নিষধ দেশের অধীশ্বর রাজাবীরসেনের পুত্র নলের সহধর্ম্মিণী; ইহাঁর পতি আপন ভ্রাতার নিকটে দ্যূতে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া ভার্য্যার সহিত কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, শুনিয়া ইহাঁর পিতা আমাদিগের কতিপয় ব্যক্তিকে কন্যা ও জামাতার অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমার সমভিব্যাহারী আর কয়েক জন ব্রাহ্মণ অন্য অন্য দিকে অন্বেষণ করিতেছেন। আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এনগরে উপস্থিত হইয়া আপনকার ভবনে রাজদুহিতাকে দেখিতে পাইলাম। মর্ত্যলোকে ইহাঁর সমান রূপবতী রমণী আর নাই। কিন্তু এক্ষণে সে লাবণ্য কোথায় গিয়াছে। আর ভ্রূমধ্যে যে জটুলচিহ্ন ছিল, তাহাও অঙ্গসংস্কারাভাবে মলাতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট অবয়ব ও অস্পষ্ট জটুল চিহ্নদ্বারা অনুমান করিয়া আমি ইহাঁকে চিনিতে পারিয়াছি।

সুনন্দা শ্রবণমাত্র ভ্রূযুগের মধ্য হইতে মলা তুলিয়া দিলেন। মলা তুলিবামাত্র জটুল চিহ্ন পূর্ব্ববৎ দীপ্যমান হইল। সুনন্দা ও তাঁহার মাতা উভয়ে জটুল চিহ্ন দেখিয়া দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া রাজমাতা কহিলেন, বাছা! তুমি আমার বুনঝিহও। তোমাকে অতিশৈশব কালে

দেখিয়া ছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে আমরা চিনিতে পারিনাই; এক্ষণে জটুল চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে চিনিতে পারিলাম। আমিও তোমার জননী উভয়ে দশার্ণাধিপতি রাজা সুদামের কন্যা; পিতা তেমার মাতাকে বিদর্ভরাজ ভীমকে দান করেন, আর রাজা বীরবাহুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন। আমার পিতৃগেহে তোকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়াছি।

দময়ন্তী মাতৃস্বসাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন মাসী! আপনারা আমাকে চিনিতে পারেন নাই, তথাপি আমি আপনার নিকটে অতি সচ্ছন্দে ছিলাম। যাহা হউক এক্ষণে আমি আর এখানে থাকিতে পারি না; অনেক দিন হইল, পুত্র কন্যাকে না দেখিয়া মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, না জানি, তাহারা আপনাদিগকে পিতৃ মাতৃ হীন বোধ করিয়া কত দুঃখে কাল যাপন করিতেছে। অতএব যানের আদেশ করিয়া দিন; আমি ত্বরায় বিদর্ভ নগরে গিয়া তনয় তনয়ার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব।

রাজমাতা তৎক্ষণাৎ বাহকগণকে ডাকাইয়া শিবিকা প্রস্তুত করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং কতিপয় রাজপুরুষকে কহিলেন, তোমরা দময়ন্তীর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। বাহকেরা আজ্ঞামাত্র শিবিকা সজ্জিত করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত করিল, রাজ-

পুরুষেরাও সজ্জীভূত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

তখন রাজমাতা দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে ! তুমি আমার আদরের পাত্র; কিন্তু তোমাকে চিনিতে না পারিয়া কিঙ্করী বোধে যে অযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি, তন্নিমিত্ত মনে কিছু দুঃখ করিও না। দময়ন্তী কহিলেন, মাসি ! আপনি তজ্জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনি মার সমান; আপনকার আবাসে আমি পরম সুখে ছিলাম; এক-দিনের জন্য কোন কষ্ট হয় নাই। আপনি আমাকে কন্যার ন্যায় রক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার আশ্রয় লইয়া অকূল দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার পথ পাইলাম। সুনন্দা দময়ন্তীর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, ভগিনি ! তুমি প্রচ্ছন্নবেশে দাসীভাবে ছিলে, তোমাকে চিনিতে না পারিয়া সৈরিন্ধ্রীজ্ঞানে কত বলিয়াছি, ও কত ধমকিয়াছি, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, আর তন্নিমিত্ত কিছু মনে করিও না এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে তিনজনের চক্ষেই জলধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর দময়ন্তী মাতৃ-স্বসারচরণে প্রণাম ও সুনন্দাকে আলিঙ্গন করিয়া শিবিকায় আরোহণ করিয়া রক্ষকগণ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় দিনের পর বিদর্ভ নগরে উত্তীর্ণ হইলে আত্মীয়বর্গ ও পুরবাসীগণ দময়ন্তী আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত মনে দেখিতে আসিল। দময়ন্তী জনক জননীর চরণে প্রণাম করিয়া সখীগণের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী কন্যাকে দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। দময়ন্তীর পুত্র ও কন্যা তাহা-দিগের জননী আসিয়াছেন শুনিয়া, মা মা করিয়া দৌড়িয়া আসিল। দময়ন্তী বহুদিনের পর প্রাণাধিক তনয় তনয়াকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। এবং ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন আঃ এ তদিনের পর আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। অনন্তর তনয় তনয়া ও জননীর দিকে একদৃষ্টে অব-লোকন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কোন কথা কহিলেন না। কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া জননীকে কহিতে লাগিলেন। মা ! যে বিপদ সাগরে পড়িয়া ছিলাম, আর যে পিতা মাতা ভাইবন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় জনের সহিত দেখাহইবে, এবং জীবিতাধিক পুত্রকন্যার চন্দ্রবদন আবার যে দেখিতে পাইব আমার সে আশা একবারেই গিয়াছিল। এতদিনের পর বিধাতা আমাকে মুখতুলিয়া চাহিলেন। তাহাতেই পুনর্ব্বার আত্মীয় জনকে দেখিতে পাইলাম।

শুনিয়া দময়ন্তীর মাতার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি কহিলেন বাছা! আমাদেরও এমত আশা ছিল না, যে, তোমাকে আমরা আর দেখিতে পাইব, কিন্তু আজি সৌভাগ্য ক্রমে তোমাকে দেখিয়া আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইল। অনন্তর রাজ্ঞী কন্যাকে স্নান ভোজনাদি করাইলেন এবং শুশ্রূষার নিমিত্ত পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দময়ন্তী তনয়, তনয়া লইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দাসীরা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল; এবং সহচরীগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত নানা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। কিন্তু দময়ন্তী পতিবিরহে নিরন্তর মনের অসুখে কাল যাপন করিতেন; আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, বা সখীসঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক, কিছুতেই তাঁহার মনের প্রীতি হইত না; সততই একাগ্রচিত্তে পতিচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

একদা দময়ন্তী জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সংসারের যত সুখ, পতি বিনা সমস্তই বৃথা; পতিবিরহে নারীর জীবন ধারণ করিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমি যে, পতিকে বিসর্জ্জন দিয়া সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবন যাপন করিব, তাহা অপেক্ষা আমার প্রাণত্যাগ করাই উত্তম কল্প। অত-

এব যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখিতে বাঞ্ছা করেন, অবিলম্বে প্রিয়তমের অন্বেষণ করিতে লোক প্রেরণ করুন। রাজ্ঞী দময়ন্তীর কথা শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে স্বামীর নিকটে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার কন্যা পতিশোকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপন মুখে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। সত্বর জামাতার অন্বেষণের জন্য লোক প্রেরণ করুন।

রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রাজা ভীম কতিপয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা দিলেন তোমরা চতুর্দ্দিকে নলরাজার অন্বেষণার্থ গমন কর। তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া রাজার নিকটে বিদায় হইয়া দময়ন্তীর নিকটে উপস্থিত হইল। দময়ন্তী তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন; আপনারা যে যেস্থলে নলরাজার অন্বেষণ করিবেন, আমি যে সকল কথা বলিয়া দিতেছি, এই সমস্ত সেই সেই স্থানে বলিবেন। সে কথা এই হে নির্দ্দয়! তুমি বস্ত্রার্দ্ধচ্ছেদন পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে প্রেয়সীকে সুপ্তা একাকিনী ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছ। সেই বালা অর্দ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া একাকিনী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। এবং নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। নাথ কোথায় আছ প্রতি-

বাক্য প্রদান কর, ইহা বলিয়া সে বারম্বার তোমাকে ডাকিতেছে। সর্ব্বদা পত্নীর ভরণ পোষণ ও রক্ষা করা ভর্ত্তার প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু তুমি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও কেমন করিয়া ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিলে। এই সমস্ত কথা কহিয়া তিনি বলিয়া দিলেন যদি কেহ তোমাদিকে কোন কথা বলে, অথবা কিছু জিজ্ঞাসা করে তোমরা আসিয়া সংবাদ দিবে এবং এই সকল কথা এরূপ করিয়া বলিবে, যে আমি বলিয়া দিয়াছি কেহ ইহা জানিতে না পারে। আর সে ধনবান হউক বা দরিদ্রই হউক, কিরূপ কার্য্য করে জানিয়া আসিবে। এই প্রকার আদেশ দিয়া ব্রাহ্মণ দিগকে বিদায় করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা দময়ন্তীর নিকটে বিদায় হইয়া নলরাজার অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে নগর, গ্রাম, আশ্রম প্রভৃতি স্থানে স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন আর দময়ন্তীর আদেশানুরূপ বলিতে লাগিলেন। কোন স্থানেই নলরাজার অনুসন্ধান পাইলেন না।

কিয়দ্দিন পরে তাঁহাদের মধ্যে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ বিদর্ভ নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দময়ন্তী নিকটে গিয়া বলিল, রাজপুত্রি! আমি নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে অযোধ্যা নগরীতে গিয়া রাজা ঋতুপর্ণের সভায় উপস্থিত হইলাম, এবং তোমার আদিষ্ট

বাক্য রাজ সভাতে সর্ব্ব সমক্ষে বলিলাম। শুনিয়া রাজা বা সভাস্থ জন কেহ কোন কথা কহিলেন না। পরে আমি রাজার নিকট বিদায় হইয়া তথা হইতে বহির্গত হইতেছি এমত সময়ে বিকৃতাকার বাহুক নামে ঋতুপর্ণ রাজার এক সারথি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গেল, এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অশ্রু পূর্ণ নয়নে আমাকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! কুলস্ত্রীরা বিপদ উপস্থিত হইলে সতীত্ববলে আপনিই আপনাকে রক্ষা করেন। ভর্ত্তা বিচার মূঢ় হইয়া পরিত্যাগ করিলেও তাহাতে কুপিত হয়েন না, আর বিশুদ্ধ চরিত্র কবচে আবৃত হইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি যে স্ত্রীর কথা কহিতেছেন, তাঁহার স্বামী যে, বিবেচনা শূন্য হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাতে তিনি যেন কোপ প্রকাশ না করেন। এই-কথা কহিতে কহিতে বাহুকের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল এবং তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তৎপরে আমি তথা হইতে আপনার নিকট আসিতেছি। আর শুনিলাম তাহার এক বিশেষ গুণ আছে সে যানে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে। আর সে অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিলে অতি সুমিষ্ট হয়। তাহার বিষয় আপনাকে জানাইলাম, এক্ষণে আপনকার যাহা ইচ্ছা।

দময়ন্তী শুনিয়া জননীর নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত জানাইলেন। এবং বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, মা! এ বৃত্তান্ত যেন পিতা জানিতে না পারেন। আমি আপনকার সমক্ষে সেই সুদেব ব্রাহ্মণকে পাঠাইব! কিন্তু আপনি এমত সতর্ক থাকিবেন, পিতা যেন আমার অভিসন্ধি জানিতে না পারেন। পরে পর্ণাদকে বিনয়বাক্যে কহিতে লাগিলেন হে পর্ণাদ! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহা আর কি বলিব! তোমাকে প্রচুর ধন দিলেও চিত্তের সন্তোষ হয় না, অতএব যৎকিঞ্চিৎ যাহা দিতেছি সন্তোষ পূর্ব্বক গ্রহণ কর। আমি পতিকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিব। অনন্তর নিজ পিতাকে বলিয়া তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়াইলেন। ব্রাহ্মণ যথেষ্ট অর্থ পাইয়া আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে প্রস্থান করিল।

অনন্তর দময়ন্তী সুদেবকে আহ্বান করিয়া মাতৃসমক্ষে কহিলেন, হে সুদেব! তুমি অযোধ্যা নগরীতে গমন কর। তথায় গিয়া রাজা ঋতুপর্ণের নিকটে বলিবে, নলরাজা জীবিত আছেন কি না তাহার নিশ্চয় নাই। এই সন্দেহ করিয়া দময়ন্তী পুনর্ব্বার

স্বয়ম্বরা হইবেন। পৃথিবীস্থ রাজারা সকলেই যাইতেছেন, আগামী কল্য স্বয়ম্বরের দিন স্থির হইয়াছে। আপনি যদি স্বয়ম্বরস্থলে গমন করেন, তবে অদ্যই যাউন। দময়ন্তী প্রতীক্ষা করিয়া আছেন যদি আজিকার মধ্যেও নলরাজা উপস্থিত হন ভাল, নতুবা কল্য প্রভাত হইলে অন্য ব্যক্তিকে বরমাল্য দিবেন। ইহা বলিয়া সুদেবকে বিদায় করিলেন।

সুদেব দময়ন্তীর নিকট বিদায় হইয়া অযোধ্যা নগরে যাত্রা করিলেন। কতিপয় দিবস পরে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজা ঋতুপর্ণের নিকটে দময়ন্তীর আদেশানুরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ঋতুপর্ণ নৃপতি সুদেবের মুখে দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইলেন। এবং অবিলম্বে বাহুককে ডাকিয়া কহিলেন, ওহে বাহুক! শুনিয়াছ দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর উপস্থিত, তন্নিমিত্ত আমি বিদর্ভ নগরে গমন করিব, এক দিনের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। তুমি ত অশ্বচালনে সুপণ্ডিত বট, কেমন কি বল, অদ্যই তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি না।

বজ্রপাতসমান ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখে নলরাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি চিন্তাকরিতে

লাগিলেন এমন কি সম্ভব হয়, যে, দময়ন্তী শোকে হতবুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইবে; কিম্বা আমার নিমিত্তই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। অথবা আশ্চর্য্যই বা কি, একে ত স্ত্রীজাতি অল্পবুদ্ধি ও চপলস্বভাব; তাহে আবার আমি অতি পামর, নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া বিনা অপরাধে প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি। হয় ত, এক্ষণে আমার প্রতি সেরূপ অনুরাগ নাই, আর যে আমার সহিত সমাগম হইবে সে আশাও গিয়াছে, সুতরাং অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবার মানস করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে এই এক বিশ্বাস হইতেছে, সে পতিব্রতা নারী, অতএব সহসা যে, পতিস্নেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক অন্যকে ভজনা করিবে বোধ হয় না। যাহা হউক আর এবিষয়ের আন্দোলনের আবশ্যকতা নাই। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক তথায় গেলেই সবিশেষ জানিতে পারিব। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন মহারাজ! আমি রথ লইয়া সদ্যই বিদর্ভ গমন করিতে পারিব।

রাজা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া বাহুককে আজ্ঞা দিলেন, যে যে অশ্ব বেগশালী পরীক্ষা করিয়া সেই সকল অশ্ব আনয়ন করিয়া রথে যুক্ত কর। বাহুক যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মন্দুরাতে গমন করিল এবং অশ্বদিগের

লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কৃশ অথচ দ্রুতগামী কতিপয় অশ্ব লইয়া রাজ সমীপে উপনীত করিল। রাজা অতি কৃশ অশ্ব দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি এ কি অশ্ব আনিয়াছ? ইহারা কি বেগে গমন করিতে পারিবে? এ স্থান হইতে বিদর্ভ নগর বহুদূর; এই কৃশ অশ্ব এক দিনের মধ্যে কোন রূপে তথায় যাইতে পারিবে না। বাহুক কহিল, মহারাজ! এই সমস্ত অশ্ব লইয়াই বিদর্ভ নগরে যাইব, সন্দেহ নাই। আপনি কৃশ অশ্ব দেখিয়া বিরক্ত হইবেন না, আপনকার অশ্বশালায় যে সকল হৃষ্ট পুষ্ট অশ্ব আছে তাহারা কেবল দেখিতে মাংস পিণ্ড দ্রুত গমনে পটু নহে। রাজা কহিলেন তুমি অশ্ব লক্ষণ বিশারদ, যাহাতে ভাল হয় তাহাই কর।

অনন্তর বাহুক মনোনীত চারিটা অশ্ব রথে যোজন পূর্ব্বক রথ সজ্জিত করিয়া রাজ সমীপে গিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত হইয়াছে, আরোহণ করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা সমুচিত বেশ ভুষা করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। বাহুকের শিক্ষা কৌশলে আরোহণ কালে অশ্বগণ জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল, রাজা আরোহণ করিলে পর গাত্রোত্থান করিল। রাজা বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথে আরোহণ করিতে আদেশ করাতে সেও আরূঢ় হইল।

বাহুক রথারোহণ পূর্ব্বক রশ্মি ধারণ করিয়া কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। রাজা অশ্বদিগের বেগ দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বার্ষ্ণেয় সারথিও বাহুকের অশ্বচালন নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল, এই যে বাহুক এ ত সামান্য ব্যক্তি নয়। এ কি ইন্দ্রসারথি মাতলি, অথবা হয় তত্ত্বজ্ঞ শালিহোত্র মানুষ রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন; কিম্বা নলরাজাই হইবে। কেন না, আমি ত নলরাজার সারথি ছিলাম; তাঁহার কোন বিষয় আমার অগোচর নাই। নলরাজার অশ্ববিদ্যায় যেরূপ নৈপুণ্য দেখিয়াছি, বাহুকেরও সেই প্রকার দেখিতেছি; কিছু মাত্র বিশেষ নাই। বিশেষতঃ বাহুকের বয়স নলরাজার সমান, অশ্ব বিদ্যাও তাঁহার তুল্য; কেবল রূপের বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি। লোক পরম্পরাতে শুনিয়াছি, কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি ছদ্ম বেশে পৃথিবীতে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। আমার মনে লয়, নলরাজাই বাহুক নাম বলিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে আছেন। বার্ষ্ণেয় বাহুকের বিষয়ে এই রূপ নানা প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিল।

রাজা বাহুকের অত্যন্ত যত্ন ও অশ্বচালনার কৌশল দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। নদী, পর্ব্বত, বন,

জনপদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া নক্ষত্র গতিতে রথ যাইতেছে, এমত সময়ে রাজা ঋতুপর্ণের উত্তরীয় বস্ত্র স্কন্ধদেশ হইতে পতিত হইল। রাজা উত্তরীয় পতিত হইল দেখিয়া বাহুককে কহিলেন, বাহুক! তুমি রশ্মি সংযত করিয়া কিয়ৎক্ষণ রথের বেগ নিবারণ কর; বাষ্ণের্য় গিয়া আমার উত্তরীয় বস্ত্র আনুক। বাহুক কহিল মহারাজ! যেখানে আপনকার বস্ত্র পতিত হইয়াছে সে স্থান ছাড়িয়া রথ এক যোজন পথ আসিয়াছে; এক্ষণে আর কি প্রকারে তাহা আনা যাইতে পারে।

পরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রাজা এক বিভীতক বৃক্ষ দেখিয়া বাহুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওহে বাহুক! শুন, সকলেই কিছু সকল জানে না। কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে; কাহার কোন বিষয়ে পারদর্শিতা থাকে। তুমি যেমন অশ্ব বিদ্যায় সুপণ্ডিত, আমারও তেমনি গণনা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য আছে। আমি এখনি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি; সম্মুখে এই যে বিভীতক তরু রহিয়াছে দেখিতেছ, ঐ বৃক্ষ হইতে যত পত্র পতিত হইয়াছে এবং বৃক্ষে যত আছে সমুদায়ে পাঁচ কোটি একশত পত্র; এবং ফলও তৎসম সংখ্যক। আমি যাহা বলিলাম গণিয়া দেখ, তাহার অন্যথা হইবে না। বাহুক কহিল মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে,

বার্ষ্ণেয় এক মুহূর্ত্ত অশ্বের রশ্মি ধরিয়া থাকুক; আমি আপনকার সমক্ষেই বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া গণিয়া ঠিক হয় কি না প্রত্যক্ষ করিতেছি। রাজা কহিলেন বাহুক! এখন বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বাহুক কহিল মহারাজ! আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন; অথবা যদি বিলম্ব করিতে না পারেন, বার্ষ্ণেয় রথ চালাইয়া যাউক, আমি অতি শীঘ্র গিয়া মিলিত হইব। রাজা কহিলেন বাহুক! তোমার তুল্য সারথ্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত আর কে আছে? আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় চল। আমি কেবল তোমার ভরসাতে বিদর্ভ নগরে যাত্রা করিয়াছি; যদি তুমি সূর্য্য অস্ত যাইবার মধ্যে আমাকে বিদর্ভ নগরে পৌঁছিয়া দিতে পার, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

বাহুক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করিল, এবং ফল ও পত্র গণনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে আসিয়া কহিল মহারাজ! আপনি যাহা কলিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; আমি আপনকার ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি যে বিদ্যাপ্রভাবে দৃষ্টিমাত্র গণনা করিতে পারেন, সে বিদ্যা কি? শুনিতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, বাহুক! কেবল যে, গণনাবিষয়ে আমার নৈপুণ্য আছে এমত নহে, অক্ষক্রীড়াতেও আমার

বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। বাহুক শ্রবণ করিয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিল মহারাজ! কৃপা করিয়া আমাকে অক্ষবিদ্যা প্রদান করুন, আর আমার নিকট হইতে আপনি অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করুন। রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন, বাহুক! তুমি অক্ষবিদ্যা গ্রহণ কর। আর তুমি যে আমাকে অশ্ববিদ্যা দিবে অঙ্গীকার করিলে, তাহা এক্ষণে নিক্ষেপ স্বরূপ তোমার নিকটে থাকুক। ইহা বলিয়া নলরাজাকে অক্ষবিদ্যা প্রদান করিলেন।

অক্ষবিদ্যা গ্রহণ করিয়া মাত্র কলি কর্কোটকের বিষ বমন করিতে করিতে নলরাজার শরীর হইতে বহির্গত হইল। এবং বিষবিমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিজরূপ ধারণ করিল। নলরাজা কলিকে দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কলি ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিল মহারাজ! ক্রোধ সম্বরণ করুন। আপনকার পত্নী আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। যত দিন আমি আপনকার শরীরে ছিলাম, সেই শাপ প্রভাবে আর সর্পের বিষের জ্বালায় অতি ক্লেশে বাস করিয়াছি। এক্ষণে আপনার শরণাগত হইলাম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া অভিশাপ দানে বিরত হউন। আমি বলিতেছি ভূমণ্ডলে আপ-

নার চিরকাল কীর্ত্তি থাকিবে। মর্ত্ত্যলোকে যে ব্যক্তি আপনকার নাম কীর্ত্তন করিবে তাহার কলিভয় থাকিবে না। নলরাজার ও কলির এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল, কিন্তু অন্য কেহ কলিকে দেখিতে পাইল না। রাজা কলির বিনয় বাক্যে দয়াপরবশ হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। কলি তথা হইতে বিভীতক বৃক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে দেখিতে সেই বৃক্ষ খর্ব্ব হইয়া গেল।

কলি ত্যাগ করিলে পর রাজা পুনরায় আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন; কেবল রূপের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য রহিল। পরে রথারোহণ করিয়া পুনর্ব্বার রথ চালন করিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা দেশ অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে বিদর্ভ নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে দূত গিয়া বিদর্ভ রাজের নিকট সংবাদ দিল, মহারাজ! অযোধ্যানগরীর অধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ আগমন করিয়াছেন। রাজা ভীম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া অমাত্যগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা গিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে লইয়া আইস। তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করিল। ঋতুপর্ণ নৃপতি সমাদৃত হইয়া রাজসদনে প্রবেশ করিলেন।

এস্থানে বার্ষ্ণেয় সারথি নলরাজার সে সকল অশ্ব ভীমনৃপতির আবাসে রাখিয়া গিয়াছিল, সেই সকল অশ্ব পূর্ব্বে যেরূপ নলরাজার রথ শব্দ শ্রবণ করিয়া, আনন্দিত হইত, এক্ষণে তাহারা সেই প্রকার রথশব্দ শুনিয়া আনন্দে নানা প্রকার আহ্লাদ সূচক শব্দ করিতে লাগিল। দময়ন্তী অন্তঃপুর হইতে বর্ষাকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন এই রথ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার মন আহ্লাদিত হইতেছে, তখন নল-রাজা এ রথের যন্তা সন্দেহ নাই। কেননা অন্য কেহ রথ চালন করিলে এরূপ মধুর অথচ গম্ভীর রথ ঘোষ হইত না। যাহা হউক আজি আমি যদি প্রিয়তমের চন্দ্রবদন অবলোকন করিতে না পাই তাহা হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়বিরহানল নির্ব্বাণ করিব। আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। তাঁহার কথা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সত্বর প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রাজভব-নের মধ্যম কক্ষাতে রথ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং রাজা ঋতুপর্ণ, বার্ষ্ণেয় সারথি, আর বাহুক, এই তিনজন রথে আরোহণ করিয়া আছেন।

তথায় রথ উপস্থিত হইবা মাত্র বাহুক রশ্মি সংযমন পূর্ব্বক রথের বেগ সম্বরণ করিয়া অবতীর্ণ হইল, এবং অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া দিল। ঋতুপর্ণ ভূপতি রথ হইতে অবতরণ করিয়া বিদর্ভ রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিদর্ভ রাজ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরম সমাদরে হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে পর রাজা ভীম কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা ঋতুপর্ণ উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন, বিবাহার্থী কোন রাজপুত্র সমাগত হন নাই; এবং স্বয়ম্বরেরও কোন উদ্‌যোগ নাই। কিয়ৎক্ষণ শিষ্টালাপের পর রাজা ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! কিনিমিত্ত এস্থানে আপনকার শুভাগমন হইয়াছে।

ঋতুপর্ণ নৃপতি বিদর্ভ রাজের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন ইনি ত স্বয়ম্বরের নাম গন্ধও করিলেন না; প্রত্যুত আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আরস্ত্রীগণের মঙ্গলধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকেও আসিতে দেখি না কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্বয়ম্বরের কথা টা কি কেবল জনরব মাত্র। যাহা হউক এক্ষণে ইহাঁকে কি বলি? কিয়ৎ-

ক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন মহাশয়! এমন কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। রাজা শুনিয়াঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ইহাঁর কোন বিশেষ কার্য্য নাই, কেবল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন, ইহা কোন মতেই সম্ভবে না। যাহা হউক পরে সবিশেষ জানা যাইবে। কিন্তু তখন সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন মহাশয়! অদ্য আমার বড় সৌভাগ্য যেহেতু আপনি পথ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও এত দূর হইতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। অনন্তর পরিচারকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, ইহাঁকে লইয়া বিশ্রাম করাও। রাজা ঋতুপর্ণ সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া হৃষ্টমনে রাজ পরিচারক গণ সঙ্গে বিশ্রামার্থ গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। বার্ষ্ণেয় সারথিও তাঁহার অনুগমন করিল। বার্ষ্ণেয় ও রাজা উভয়ে গমন করিলে পর বাহুক রথ লইয়া রথশালায় উপস্থিত হইল, তথায় রথস্থাপন করিয়া স্বয়ং রথ সমীপে উপবেশন করিল।

এদিকে দময়ন্তী বার্ষ্ণেয় ও বাহুক সহিত ঋতুপর্ণ নরপতিকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবিকল নলরাজার রথ শব্দের মত রথ ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, কিন্তু

নিষধ রাজকে দেখিতে পাইতেছি না। বোধ করি বার্ষ্ণেয় যৎকালে নলরাজার সারথি ছিল, সেই সময়ে তাঁহার নিকট এই বিদ্যা শিখিয়া থাকিবে; এক্ষণে সে রথচালন করিয়াছে বলিয়াই নলরাজার রথের ন্যায় রথ শব্দ হইয়াছে। কিম্বা ঋতুপর্ণ নৃপতির নলের তুল্য এ বিষয়ে নিপুণতা থাকিবে, তাহাতেই সেই প্রকার রথনির্ঘোষ শুনিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া কেশিনী নাম্নী কিঙ্করীকে আহ্বান কয়িয়া কহিলেন, হে কেশিনি! তুমি গিয়া জান, ঐ যে রথ বাহক বিকৃতাকার পুরুষ রথ সমীপে উপবেশন করিয়া আছে, ও ব্যক্তি কে? উহাকে নয়ন গোচর করিয়া যখন আমার চিরদুঃখিত মন উল্লাসিত হইতেছে, তখন আমার মনে লয় ঐব্যক্তি নলরাজা হইবে। অতএব তুমি উহার নিকটে গিয়া মৃদু বচনে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে পর্ণাদের কথানুরূপ সমস্ত বলিবে। এবং কি উত্তর করে অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিয়া আমাকে আসিয়া কহিবে। কেশিনী যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করিল। দময়ন্তী প্রাসাদোপরি দণ্ডায়মান হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহুকের নিকটে উপস্থিত হইয়া মৃদু বচনে বলিল মহাশয়! আমাদিগের রাজ দুহিতা দময়ন্তী আমাকে জানিতে পাঠাইলেন। আপনারা কবে বাটী

হইতে যাত্রা করিয়াছেন? আর কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছেন? বাহুক উত্তর করিল, আমার প্রভু অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ ব্রাহ্মণের নিকটে কল্য দময়ন্তী পুনঃস্বয়ম্বরা হইবেন, শুনিয়া এক দিবসে শত যোজন গমন করিতে পারে এমত অশ্ব রথে যুক্ত করিয়া অদ্যই বাটী হইতে এখানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর আমি তাঁহার সারথি হইয়া আসিয়াছি। কেশিনী জিজ্ঞাসা করিল, যিনি আপনাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, উনি কে? কাহার ভৃত্য? এবং আপনিই বা কে? কিনিমিত্ত এ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন? জানিতে ইচ্ছা করি। বাহুক উত্তর করিল, যিনি আমদিগের তৃতীয় ব্যক্তি, উনি নলরাজার সারথি ছিলেন, উহাঁর নাম বার্ষ্ণেয়। নলরাজা রাজ্যচ্যুত হইলে পর ঋতুপর্ণ নৃপতির নিকটে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছেন। আর আমিও এক জন ঐ রূপ হতভাগ্য। রাজা অশ্ব শিক্ষায় এবং সারথ্য কর্ম্মে আমার বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়া আমাকে তাঁহার সারথ্য কর্ম্মে ও পাচক কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। কেশিনী জিজ্ঞাসা করিল, বার্ষ্ণেয় যদি নলরাজার সারথি ছিলেন, বোধ হয় তবে তিনি জানিতে পারেন এক্ষণে নলরাজা কোথায় আছেন? বাহুক উত্তর করিল, বার্ষ্ণেয় এই খানে নলরাজার পুত্র ও কন্যা রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিয়াছিলেন। নলরাজা

কোথায় গিয়াছেন, তাহার কিছুই জানেন না। নলরাজা বিকৃতরূপ হইয়া গুপ্তভাবে আছেন, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে না। কেশিনী কহিল, সে যাহা হউক, আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সুদেবনামক ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ যখন অযোধ্যা নগরে গমন করিয়া, হে নির্দ্দয়! তুমি বস্ত্রার্দ্ধ চ্ছেদন পূর্ব্বক অনুরক্তা প্রেয়সীকে অরণ্যে নিদ্রিতা একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছ? ইত্যাদি বাক্য বলিলে পর তুমি তাহার যে উত্তর দিয়াছিলে তাহা পুনরায় বল। দময়ন্তী শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বাহুকের হৃদয় শোকে আকুল হইল নয়ন যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল।

কেশিনী বাহুকের এইরূপ ভাব দেখিয়া অবিলম্বে দময়ন্তীর নিকটে আসিয়া সবিশেষ নমস্ত নিবেদন করিল। দময়ন্তী শুনিয়া শোকে ব্যাকুল হইলেন, এবং সন্দিহান হইয়া কেশিনীকে কহিলেন, হে কেশিনি! তুমি পুনর্ব্বার যাও, গিয়া বাহুকের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার আচার ব্যবহারের পরীক্ষা কর। সে যখন যাহা করিবেক তুমি তাহা লক্ষ্য করিবে। আর পরীক্ষা করিবার এই এক উপায় বলিয়া দিতেছি; যখন তুমি পাক করিবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী দিবে, অগ্নি

আর জল দিও না। পরে সে কিরূপ করে, দেখিয়া আমাকে সমস্ত কহিবে।

কেশিনী দময়ন্তীর আজ্ঞাক্রমে পুনরায় বাহুকের নিকটে উপস্থিত হইল এবং দময়ন্তীর আদেশানুরূপ সমস্ত কার্য্য করিল। পরে দময়ন্তীর নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদন করিল, রাজনন্দিনি! আমি বাহুকের বড় আশ্চর্য্য গুণ দেখিলাম। বাহুকের মত শুদ্ধাচার ব্যক্তি কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আর অতি সংকীর্ণ স্থানেও বাহুক অসঙ্কুচিত গাত্রে গমনাগমন করিতে পারে; মস্তক অবনত করিতে হয় না। বাহুক যাইবা মাত্র অপ্রশস্ত স্থানও প্রশস্ত হইয়া উঠে। সে ঋতুপর্ণ ভূপতির আহারের নিমিত্ত ক্ষণমধ্যে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিল। অপর আশ্চর্য্য এই, রন্ধনের নিমিত্ত সারি সারি জলকুম্ভ বসান ছিল; কিন্তু তাহাতে এক বিন্দু জল ছিল না। বাহুক একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই সকল কুম্ভ জলে পরিপূর্ণ হইল। রাজা নানা প্রকার পশুমাংস পাঠাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত মাংস ঐ জলে প্রক্ষালন করিল। আর এক অদ্ভুত দেখিলাম, অগ্নি ছিল না, কিন্তু চুল্লীতে মাংসপূর্ণ পাকস্থালী বসাইয়া এক মুষ্টি তৃণ লইয়া ফুৎকার দিবামাত্র তৃণ

মুষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। এবং বাহুক বারম্বার সেই অগ্নি স্পর্শ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার হস্ত দগ্ধ হইল না। আর এক চমৎকার দেখিলাম, বাহুক প্রস্ফুটিত কুসুম লইয়া করতল দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল, তথাপি সেই পুষ্প বিদলিত বা গন্ধহীন হইল না; পূর্ব্ববৎ বিকসিত ও সুগন্ধিই রহিল। আমি বাহুকের এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনকার নিকটে আসিতেছি।

দময়ন্তী সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বাহুককে নল বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। এবং পুনর্ব্বার কেশিনীকে কহিলেন, কেশিনি! তুমি আর একবার বাহুকের নিকটে গমন কর। গিয়া সে যে মাংস পাক করিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ লইয়া আইস।

কেশিনী পুনরায় বাহুকের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং বাহুকের পাক স্থালী হইতে উষ্ণমাংস কিঞ্চিৎ তুলিয়া লইল এবং সত্বর আসিয়া দময়ন্তীকে সমর্পণ করিল। অনেক বার নলরাজার পাক করা মাংস আহার করিয়া তাহার আস্বাদে দময়ন্তীর দৃঢ় সংস্কার হইয়াছিল, ঐমাংস রসনা সংযুক্ত করিবামাত্র নলরাজার পাক করা মাংস বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কেশিনীকে কহিলেন

কেশিনি! তুমি আমার পুত্র ও কন্যাকে বাহুকের নিকটে লইয়া যাও। কেশিনী দময়ন্তীর আদেশ ক্রমে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে লইয়া বাহুক সমীপে উপনীত করিল।

নলরাজা বহুদিনের পর প্রাণাধিক তনয় তনয়াকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। এবং আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আঃ এত দিনের পর তনয় তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া আমার তাপিত শরীর শীতল হইল। এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার পূর্ব্বদুঃখ মনে উদয় হইল। নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল আর সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার পুত্র কন্যার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সে ভাব গোপন করিবার নিমিত্ত পুত্র কন্যাকে উৎসঙ্গ হইতে নামাইয়া কেশিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার এরূপ ভাব দেখিয়া তুমি অন্য আশঙ্কা করিও না। এই বালক ও বালিকার সমস্ত অবয়ব আমার পুত্র কন্যার তুল্য; কোন অংশে প্রভেদ নাই। ইহাদিগকে দেখিয়া আমার তনয় তনয়ার কথা মনে পড়িয়াছিল; তাহাতেই আমি উহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন ও রোদন করিলাম। যাহা হউক তোমার আর এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমি আগন্তুক ব্যক্তি; তুমি স্ত্রীলোক; তোমাকে বারম্বার গতায়াত

করিতে দেখিলে লোকে বিরুদ্ধ ভাবিবে। অতএব তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। কেশিনী ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল, এবং দময়ন্তীর নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিল।

দময়ন্তী বাহুকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কেশিনীকে কহিলেন, কেশিনি! তুমি আমার জননীর নিকটে গিয়া বল, আমি বিস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণের সারথি হইয়া বাহুক নামে যে ব্যক্তি আসিয়াছে, সে নলরাজা, তাহার সন্দেহ নাই। কোন অংশেই নলরাজার সহিত কিছু প্রভেদ নাই, কেবল রূপের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। অতএব আমার মানস অমি একবার স্বয়ং সবিশেষ জানিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করি। হয় সে ব্যক্তি একবার অন্তঃপুরে আইসে, অথবা আমিই তাহার নিকটে যাই; তাঁহার কি অনুমতি হয়। কিম্বা পিতাকে এবিষয় জানাইলে তিনি যে রূপ অনুমতি করেন, তাহাই হইবে। রাজ্ঞী শুনিয়া নৃপতিকে কন্যার অভ্যর্থনা জানাইলেন। রাজাও অনুমতি দিলেন।

দময়ন্তী পিতা মাতার অনুমতি পাইয়া দাসীদ্বারা বাহুককে আপন অন্তঃপুরে আনাইলেন। নলরাজা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দময়ন্তী পতিবিরহে ক্ষীণ ও মলিন হইয়াছেন; কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া

আছেন; এক বেণী ধারণ করিয়াছেন। বহুদিনের পর প্রেয়সীকে দেখিয়া রাজার দুঃখ সাগর উথলিয়া উঠিল। নয়ন যুগলে বারিধারা বহিতে লাগিল। কেবল অনিমিষ লোচনে প্রিয়তমার মুখপঙ্কজ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীরও প্রিয়তমকে নয়নগোচর করিয়া সকল দুঃখ মনে উদয় হইল এবং নয়নে অবিরল জল-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। উভয়েই সতৃষ্ণ নয়নে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তী বাহুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বাহুক! তুমি কখন দেখিয়াছ, নলব্যতিরেকে কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিরপরাধে অনুরক্তা ধর্ম্ম পত্নীকে অরণ্যে নিদ্রিতা একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে? আমি তাঁহার নিকটে কি অপরাধিনী হইয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পুত্র, কন্যা রহিয়াছে; সে অপত্য স্নেহই বা কিরূপে বিস্মৃত হইলেন? আমি যে, দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলাম তাহার কি এই উচিত ফল? তিনি অগ্নি সমক্ষে পাণি গ্রহণ করিয়া যে, সত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সে সত্য এখন কোথায় রহিল। বলিতে বলিতে দময়ন্তী আর বাষ্প সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। দ্বিগুণ প্রবাহে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

নলরাজা দময়ন্তীর বিলাপ দেখিয়া বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ! আমার যে রাজ্যনাশ এবং বনে বাস হইয়াছিল, আর তোমাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কোন দোষ নাই। দুষ্ট কলি আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়াছিল, তাহাতেই আমাদিগের এই অনন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তুমি তাহাকে অভিশাপ দিয়া ছিলে। সে যত দিন আমার শরীরে বাস করিয়াছিল, সেই শাপানলে নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছে। দুরাত্মা কলি অশেষ প্রকারে ক্লেশ দিয়া শেষ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহাহউক আমি কেবল তোমার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি, নতুবা এস্থানে আগমন করিবার আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার জন্য কত দুঃখে যে, কালযাপন করিয়াছি, বলিতে পারি না, তাহা অন্তরাত্মাই জানেন; নিরন্তর তোমার কথা মনে হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকিত। আর যে তোমাকে পাইব আমার এরূপ আশা ছিল না। কিন্তু অদ্য তোমাকে দেখিয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল। যাহা হউক একটা কথা শুনিয়া মনে বড় সন্দেহ হইয়াছে। অত্যজ্য ও একান্ত অনুরক্ত পতি বিদ্যমান থাকিতে কোন্ নারী অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে। কিন্তু শুনিলাম্ তুমি না কি পতিস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া পুন-

র্ব্বার স্বয়ম্বর। হইবে? তোমার পুনঃস্বয়ম্বরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঋতুপর্ণ রাজা এস্থানে সমাগত হইয়াছেন।

ঐ কথা শুনিয়া দময়ন্তী কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে বিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন; হে নাথ! আমার প্রতি বিরুদ্ধ আশঙ্কা করিও না। আমার যদি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে ভজনা করিবার মানস থাকিত, তবে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজমণ্ডলী এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে উপেক্ষা করিয়া কি নিমিত্ত তোমাকে বরমাল্য প্রদান করিয়া ছিলাম। আর কি নিমিত্তই বা সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও তোমার সহিত বন গমন করিয়াছিলাম। তোমার কোন উদ্দেশ না পাওয়াতে আমার পিতা তোমার অন্বেষণার্থ ব্রাহ্মণ-গণকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ অযোধ্যা নগরে উত্তীর্ণ হইয়া ঋতুপর্ণ ভবনে তোমার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, এবং রাজসভাতে আমার আদিষ্ট কথা সকল কহিলে তুমি তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া ঐ কথার যে উত্তর দিয়াছিলে, তিনিআসিয়া আমার নিকট সবিশেষ সমস্ত কহিলেন। আমি তোমার আনয়নের নিমিত্ত উপায়ান্তর না পাইয়া পুনঃস্বয়ম্বরের কথা বলিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম। কেননা আমি জানি যে, তোমা বিনা রথারোহণ করিয়া এক দিনের মধ্যে

শত যোজন গমন করিতে পারে এমত ব্যক্তি আর কেহই নাই। এই উপায় না করিলে বহুকালেও তোমার সহিত সমাগম হইত না; পুনঃস্বয়ম্বরের কথা ছলমাত্র; নতুবা যথার্থই যে, আমার পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইতে অভিলাষ এমত নহে। আমি তোমার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু ইহাঁরা সাক্ষী; যদি আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমাভিন্ন অন্যকে মনে ভাবিয়া থাকি, তবে তোমার সমক্ষেই আমার প্রাণ বিয়োগ হউক। ইহা বলিয়া চরণে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আকাশ বাণী হইল, হে পুণ্যশ্লোক নল! তোমার ভার্য্যা অতি পতিব্রতা নারী; ইহাঁর চরিত্র অতি বিশুদ্ধ; তিন বৎসর কাল আমরা ইহাঁর সতীত্বের সাক্ষী আছি, এবং ইহাঁকে রক্ষা করিতেছি। আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি ইহাঁর শরীরে কোন পাপ নাই। অতএব সহধর্ম্মিণীকে গ্রহণ কর। এই রূপ দৈববাণী হইবামাত্র দময়ন্তীর উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিয়া নলরাজার সন্দেহ ভঞ্জন হইল। তখন তিনি কহিলেন প্রিয়ে! উঠ উঠ, আর রোদন করিও না, আমি জানিলাম তুমি যথার্থ সাধ্বী। ইহা বলিয়া তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তুলিলেন। পরে কর্কোটকদত্ত বস্ত্রদ্বারা সর্ব্ব শরীর

আচ্ছাদিত করিয়া কর্কোটকের স্মরণ করিবামাত্র নিজ-রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

দময়ন্তী পতিকে স্বরূপ প্রাপ্ত দেখিয়া যেন মৃতদেহে পুনর্জীবন পাইলেন। প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আর কহিতে লাগিলেন, হে নাথ! তুমি কেমন করিয়া এত দিন আমাকে এবং সন্তানদিগকে ভুলিয়া ছিলে। আমি তোমার নিমিত্ত যে, কি পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছি তাহা বলিয়া কি জানাইব। আর যে, তোমার সহিত সমাগম হইবে আমার সে আশা এক বারেই গিয়াছিল। এত দিনের পর আজি আমার সুদিন হইল, তাহাতেই পুনর্ব্বার তোমার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী হইলাম। নলরাজাও প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া তনয়, তনয়াকে ক্রোড়ে লইলেন। দময়ন্তী বহু দিনের পর পতি সমাগম লাভ করিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। নলরাজাও পুত্র, কলত্র, দুহিতার সহিত মিলিত হইয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। দময়ন্তীর জননী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপতির গোচর করিলে, রাজা ভীম অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, কল্য আমি নল ও দময়ন্তী উভয়কে একত্র দেখিব। অনন্তর নলরাজা সে মলিন বেশ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করি-লেন। দময়ন্তীও প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশ ত্যাগ করিয়া

পতি সমাগম যোগ্য বেশ ভূষা করিয়া উভয়ে সে রাত্রি সুখে বাস করিলেন।

পর দিন প্রভাতে নলরাজা প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া পত্নীর সহিত বিদর্ভরাজের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীত ভাবে শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। দময়ন্তীও পিতার চরণে প্রণতা হইলেন। রাজা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া পরম সমাদরে জামাতাকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভৃত্যবর্গ, অমাত্যগণ ও পুরবাসীরা সকলেই রাজজামাতার প্রত্যাগমনে অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা ঋতুপর্ণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নলরাজাকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন মহাশয়! আপনি যে বহু কালের পর পত্নীর সহিত সমাগত হইলেন ইহাতেই আমি অতি আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু আপনকার নিকট প্রার্থনা এই, আপনি ছদ্মবেশে আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া ভৃত্যভাবে রাখিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমার যে অপরাধ হইয়াছে মার্জনা করিবেন।

নলরাজা কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমার পরম বন্ধু। আপনকার আশ্রয়ে আমি পরম সুখে ছিলাম, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র কষ্ট পাই নাই। আমি

প্রচ্ছন্নবেশে আপনকার নিকটে ভৃত্যরূপে ছিলাম। প্রভুর নিকটে ভৃত্যের পদে পদে অপরাধের সম্ভাবনা। যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন। আপনার নিঃক্ষেপস্বরূপ যে অশ্ববিদ্যা আমার নিকটে রহিয়াছে, যদি অনুমতি হয়, প্রদান করি। রাজা ঋতুপর্ণ তৎক্ষণাৎ নলরাজার নিকটে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিলেন, অনন্তর নল ও ভীমনৃপতি উভয়ের নিকট বিদায় হইয়া অন্য এক সারথি লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। বার্ষ্ণেয় সেই স্থানেই রহিল।

নলরাজা তথায় একমাস অবস্থান করিয়া বিদর্ভ-রাজের নিকট স্বদেশ গমনের প্রার্থনা জানাইলে তিনি সম্মত হইলেন। অনন্তর নলরাজা বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। বার্ষ্ণেয় রথ সজ্জিত করিয়া উপনীত করিল। রাজা শ্বশুর ও শ্বশ্রূর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। পরে পুত্র ও কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং দময়ন্তীর নিকট বিদায় হইয়া রথারোহণ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, ভৃত্যবর্গ ও প্রজাগণ বহু কালের পর রাজাকে প্রত্যাগত দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। অনন্তর নলরাজা পুষ্করের নিকট গিয়া বলিলেন, হে পুষ্কর! এস আমরা পুনর্ব্বার পাশক্রীড়ায়

প্রবৃত্ত হই। আমি বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছি; এই সমস্ত অর্থ আরো যা কিছু আছে, এবং দময়ন্তী পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া খেলিব, যদি তাহাতেও না হয় অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ক্রীড়া করিব। ইহাতে আমারি পরাজয় হউক আর তোমারি পরাজয় হউক, যাহা হউক হইবে। যদি তুমি অক্ষদ্যূতে সম্মত না হও তাহা হইলে রণক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব উভয় পক্ষের এক পক্ষ অবলম্বন কর।

পুষ্কর আপনার জয় নিশ্চয় জানিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, ভাগ্যক্রমে তুমি যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছ। আমি সর্ব্বদাই তোমার চিন্তা করিয়া থাকি, কেননা অন্য ব্যক্তির সহিত ক্রীড়া করিয়া আমার মনের সুখ হয় না। অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই দ্যূতারম্ভ কর। তোমার অন্য সম্পত্তি লইবার নিমিত্ত আমার আর অধিক যত্ন নাই। কেবল দময়ন্তীকে লইবার একান্ত বাসনা আছে। তোমার সমস্ত ধন লইলেই সে আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে, অথবা তাহাকে জিতিয়া লইয়া চিরকালের মনোরথ সফল করিব। নলরাজা শুনিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা পুষ্করের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। পরে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট-

মতি! তুই পরাজয় না করিয়াই অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছিস্। অনন্তর উভয়ের দ্যূতারম্ভ হইল। নলরাজা ঋতুপর্ণ নৃপতির নিকট অক্ষবিদ্যা পাইয়াছিলেন, সেই বিদ্যার প্রভাবে জয়ী হইতে লাগিলেন। পুষ্কর যথা সর্ব্বস্ব হারিয়া পরিশেষে প্রাণপর্য্যন্ত পণ রাখিল। নলরাজা তাহাও জিতিয়া লইলেন।

নিষধরাজ এইরূপে পুষ্করকে পরাজিত করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, কুলাঙ্গার! এতদিনের পর আমার রাজ্য অকণ্টক হইল। তুমি বড় আশ্বাস করিয়াছিলে আমার প্রিয়াকে লইবে, তাহা দূরে থাকুক, এক্ষণে তোমার প্রিয়তমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও ক্ষমতা নাই। অতঃপর সপরিবারে আমার প্রেয়সীর দাস হইয়া থাক। তুমি আপন ক্ষমতাতে আমার সর্ব্বস্ব লইয়াছ ভাবিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছিলে, কিন্তু জান না যে, তাহাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। দুষ্ট কলির প্রভাবেই তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছিলে। যাহাহউক এক্ষণে ত তোমার প্রাণপর্য্যন্ত আমার অধীন হইয়াছে, মনে করিলেই তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি। কিন্তু তোমার কোন অপরাধ নাই; দুষ্ট কলিই যত অনর্থের মূল। অতএব আমি অন্যের দোষে তোমার কোন অনিষ্টাচরণ করিব না। প্রত্যুত

তোমার প্রাপ্য রাজ্যের অংশ তোমাকে দিতেছি, লইয়া সুখে কালযাপন কর। আর তোমার প্রতি আমার যে ভ্রাতৃ-স্নেহ আছে, তাহারও অন্যথা হইবে না। এইরূপে পুষ্করকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে রাজ্যাংশ প্রদান করিলেন।

পুষ্কর নলকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কে কোথায় জয়প্রাপ্ত ধন পরাজিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে, আমার ধন প্রাণ সমস্ত জিতিয়া লইয়া পুনর্ব্বার আমাকে দিলেন, আপনার তুল্য পরম দয়ালু ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আর নাই। পরে নলরাজা সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া পুষ্করকে বিদায় করিলেন। পুষ্করও কৃতার্থ হইয়া হৃষ্ট-মনে প্রস্থান করিল। নিষধরাজ পুষ্করকে বিদায় করিয়া দময়ন্তীর আনয়নের নিমিত্ত কতিপয় রাজপুরুষ সঙ্গে দিয়া বিদর্ভ নগরে লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিদর্ভরাজের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, এবং নিজ পত্নীকে বলিয়া সম্মত করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে কন্যাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎসে! তোমার স্বামী তোমাকে লইতে লোক প্রেরণ করিয়াছেন, তোমার মত কি? দময়ন্তী শুনিয়া নম্রমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

রাজা কন্যার সম্মতি বুঝিয়া অবিলম্বে বাহকগণকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, তোমরা শিবিকা প্রস্তুত করিয়া আন। তাহারা রাজাজ্ঞা পাইয়া অবিলম্বে শিবিকা সজ্জিত করিয়া উপনীত করিল। দময়ন্তী শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন শুনিয়া পুরবাসী স্ত্রীগণ সকলে দেখিবার জন্য ক্রমে ক্রমে রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। দময়ন্তীর সহচরীরা তাঁহার বেশ ভূষা করিয়া দিতে লাগিল। অনুযাত্রিক লোকেরাও সজ্জীভূত হইয়া গমনার্থ প্রস্তুত হইল। দময়ন্তীর বেশভূষা সমাধান হইলে রাজা কহিলেন, বৎসে! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, সত্বর হও। দময়ন্তী রোদন করিতে করিতে জনক জননীর চরণে প্রণাম করিলেন, এবং পুত্র কন্যাকে প্রণাম করাইলেন। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎসে! পতিগৃহে গিয়া পতিপুত্র লইয়া সুখসম্ভোগে কালযাপন কর। পরে গুরুজন সকলকে প্রণাম করিয়া সখীগণকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিয়া কহিয়া সকলের নিকট বিদায় হইলেন। দময়ন্তীর জননী ও সহচরীগণ এবং পুরবাসী স্ত্রীজনেরা সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সখীগণ রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীর হস্তধারণ করিয়া পুত্রকন্যা সহিত তাঁহাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দিল। তিনি আরোহণ করিলে বাহকগণ শিবিকা তুলিয়া স্কন্ধে

লইল। দময়ন্তী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে পতি-গৃহে গমন করিলেন।

কতিপয় দিবসের মধ্যে নিষধ নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। দময়ন্তী পুত্র কন্যাসহিত উপস্থিত হইলে রাজা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন। ভৃত্যবর্গ ও প্রজাগণ, পুত্রকলত্র সহিত রাজা রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, দেখিয়া আহ্লাদে নানা প্রকার মহোৎসব করিতে লাগিল। রাজ্য মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজা স্ত্রীপুত্র লইয়া পরম সুখে কাল যাপন এবং রাজনীতির অনুগামী হইয়া রাজ্যশাসনও প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	১৭	ৱবমালা	বরমালা
২৪	৯	নলনারত্ন	ললনারত্ন
৩১	১১	আকূল	আকুল
৪৮	১৫	পাইমাল	পাইলাম
৫৭	৫	তোমাদিকে	তোমাদিগকে
৬৪	৮	হে ব্যাঘ্র !	হে ব্যাঘ্র !
৭০	২	জটূল	জটিল
৭০	৫	তেমার	তোমার
৭০	৬	তোকে	তোমাকে
৮৩	১৫	কলিয়াছিলেন	বলিয়াছিলেন
৮৪	৯	করিয়ামাত্র	করিবামাত্র
৯১	১৪	নমস্ত	সমস্ত
৯২	২০	পাকন্থালী	পাকস্থালী

নলোপাখ্যান

মহাভারতীয় নলদময়ন্তী বৃত্তান্ত

শ্রীহরানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত

কলিকাতা

বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত

চাঁপাতলা নং ৯৬ মহাপ্রভুর বাটী

সংবৎ ১৯১২

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্তদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে নলদময়ন্তীর বৃত্তান্ত লিখিতে অনুমতি করেন। তাঁহার অনুমতি ক্রমে আমি মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত নলোপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছি। ইহা মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে। কোন কোন স্থানে মূলগ্রন্থের সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণনার ব্যত্যয় আছে। কিন্তু ইতিবৃত্তের অন্যথা হয় নাই। এই অনুবাদবিষয়ে আমি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি, এবং গ্রন্থ সুসঙ্গত করিবার জন্য আমার যত দূর সাধ্য তাহার ত্রুটি করি নাই। তথাপি এমত বলা যাইতে পারে না যে, এই গ্রন্থের সকল স্থান সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই বাঙ্গালা ভাষার আদর করিয়া থাকেন, আর নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অতি উৎকৃষ্ট। যদি গ্রন্থের রচনা তাঁহাদিগের সম্যক মনোনীত না হয়, নলদময়ন্তীর উপাখ্যান পাঠ করিলে অবশ্যই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। এই ভরসাতেই আমি এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এক্ষণে পাঠকগণ যদি এই পুস্তক গ্রহণ ও পাঠ করেন তাহা হইলেই আমি কৃতকার্য্য হইব।

শ্রীহরানন্দ শর্ম্মা।

কলিকাতা। চাঁপাতলা।

২৫এ চৈত্র। সংবৎ ১৯১২।